

# সীবলী জীবনকথা



সুনীল কান্তি বড়ুয়া



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে।

ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান

বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে

ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান

ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের

কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায়

ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

## বাণী

আমিই মাত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং  
অপর সকলে গজমূৰ্খ। এই কুব্ধসিত  
ধারণা লইয়া সন্ধর্মের সেবা করিতে  
গেলে সন্ধর্মের গ্লানি করা হয় মাত্র।  
মল্লিম নিকায়ের অলগদ সুপ্তে লিখিত  
আছে, যে ভিক্ষু স্বপক্ষ সমর্থন এবং  
পরমত খণ্ডন করিবেন এই দুরভিপ্রায়ে  
বুদ্ধ বচন অধ্যয়ন করিবেন। কাজে  
গনি জ্ঞাত সাপের দেহের এমন স্থানে  
ধরিবেন যাহাতে সাপ উন্টিয়া  
তাঁহাকেই দংশন করিবে।

প্রার্থনার অপর নাম ভিক্ষা বা অভাব  
জ্ঞান প্রকাশ, ইহা অভাব বা অভাব  
জ্ঞান সঞ্জাত। উপাসনার অপর নাম  
সন্তোষ বা আত্মবিস্ময় সন্তুষ্টি প্রকাশ।  
উপাসনা অর্থ নিকটে আসন গ্রহণ।  
উপাসকেরা মুক্তির কাছে স্বগৃহ প্রাপ্ত  
অতি ঘনিষ্ঠ, সম্ভ্রান্ত ও ধনী কুটুম্ব  
বিশেষ। প্রার্থনার ফলে আত্মগ্লানি ও  
অশান্তি। আর উপাসনার ফলে শান্তি।  
তবে যখন প্রার্থনা অর্থে শীলভিক্ষা বা  
তদ্বতা ভিক্ষা বুঝা যায়, তখন ইহা  
উপাসনার সোপান স্বরূপ। বৌদ্ধ ধর্মে  
উপাসনা আছে, প্রার্থনা নাই। যদি  
কিছু থাকে তাহাও উপাসনার দ্বারস্থ  
স্বরূপ শীল বা শুদ্ধির ইচ্ছা।

বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ উপাসনার অঙ্গ স্বরূপ  
এই প্রতীক উপাসনার সহিত কোন  
ভৌতিক বিশ্বাস জড়িত নাই। বুদ্ধমূর্তি  
লোকান্তর চিন্তের এবং লোকান্তর  
জ্ঞানের প্রতীক মাত্র।

ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া



বুদ্ধ বাক্য 'সব্ব দানং ধম্ম দানং জিনাতি' -এ সত্য বাক্যের সম্যক রূপায়ন মানসে 'সীবলী জীবনকথা' পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ ২০০৬ সালের প্রবারণা পূর্ণিমায় প্রকাশ করতে উৎসাহিত হয়েছি। মহান সীবলীর জীবনী সম্বলিত অনেক পুস্তক আমাদের হস্তগত হয়েছে। তবে 'সীবলীর জীবন কথা' পুস্তকের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঘটনা বহুল সীবলী জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইতিপূর্বে বিরল রয়েছে। লেখক মহোদয় গ্রন্থাদি অন্বেষণের মাধ্যমে অনেক নতুন তথ্য যোগ করে সহজ সরল ভাষায় সকলে অনুধাবন করতে পারেন এমনভাবে বিষয়াদি উপস্থাপন করেছেন।

লাভীশ্রেষ্ঠ মহান সীবলী লক্ষ কল্প পূর্বে অতীত বুদ্ধগণের আশীর্বাদ পুষ্ট হওয়ার বিষয়, জন্মান্তরের পুণ্যকর্ম, ইহ জগতে জন্মাবার সময় অভাবনীয় ঘটনা, পুণ্যফলের অপূর্ব দৃষ্টান্ত, অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক লাভীশ্রেষ্ঠ উপাধি ঘোষণা এবং উপসংহারে বুদ্ধ কর্তৃক কর্মফলের ব্যাখ্যা সে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লিচ্ছবী জাতির অভ্যুদয়, সন্তু অপরিহানীয় ধর্ম ও আনন্দ স্থবিরের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে পুস্তকটি আকর্ষণীয় হয়েছে।

ভোগ সম্পত্তি লাভের জন্য, আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের নির্দেশনায় মহান সীবলীর পূজা করা অপরিহার্য শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকা, পাঠক-পাঠিকাবৃন্দকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি মহান সীবলীর গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অন্য দেব-দেবীর কথা চিন্তা না করে বুদ্ধপূজার পরেই নিয়মিত সীবলী পূজা করুন। তাতেই আপনার জীবন সফল ও সুন্দর হবে।

'সীবলী জীবনকথা' প্রকাশ করায় আমার অর্জিত পুণ্যরাশি সকল পাঠক-পাঠিকার সমৃদ্ধির জন্য অনুমোদন করলুম।

সব্বে সত্তা সুখীতা ভবন্ত।

রূপালী রানী বড়ুয়া  
প্রকাশক

# সীবলী জীবনকথা

সুনীল কাণ্ঠি বড়ুয়া

সীবলী জীবনকথা



সুনীল কাণ্ঠি বড়ুয়া

অমিতাভ প্রকাশন

# সীবলী জীবনকথা

গ্রন্থনায় : সুনীল কান্তি বড়ুয়া

**SIBOLI JIBANKATHA**

Edited By Sunil Kanti Barua

প্রকাশক :

রূপালী রানী বড়ুয়া

গ্রাম-কাঝরদীঘির পাড়, ডাক-গুজরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল :

প্রবারণা পূর্ণিমা, ২৫৫০ বুদ্ধাব্দ, আশ্বিন ১৪১৩ বাংলা, অক্টোবর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রচ্ছদ অলংকরণ :

সুজন মুৎসুদ্দী

গ্রন্থ স্বত্ব :

জগজ্জ্যোতি বড়ুয়া মিল্টন

শব্দ বিন্যাস ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে :

অমিতাভ প্রকাশন

কদমমোবারক এতিমখানা ভবন (২য় তলা), ৪০ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০।

ফোন : ৬৩১৮৫৫, ই-মেইল : amitabhactg@yahoo.com

প্রাপ্তিস্থান :

জগজ্জ্যোতি বড়ুয়া (মিল্টন)

৫/বি, মালঞ্চ

৫৬, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

নালন্দা লাইব্রেরী

১৫৬, আন্দরকিল্লা,

চট্টগ্রাম-৪০০০।

সাধন চন্দ্র বড়ুয়া

গ্রাম-কাঝরদীঘির পাড়, ডাক-গুজরা,

রাউজান চট্টগ্রাম।

চরণ মুৎসুদ্দী

গ্রাম-উত্তর ঢাকাখালী, ডাক-গুজরা,

আবুরখীল, রাউজান, চট্টগ্রাম।

শ্রদ্ধা বিনিময় : ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

## উৎসর্গ

পরম কল্যাণকামী প্রয়াত পিতৃদেব নিশি চন্দ্র বড়ুয়া এবং  
প্রয়াত পরমারাধ্য স্নেহময়ী মাতৃদেবী বেলপতি বড়ুয়ার  
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলুম।

স্নেহধন্য পুত্র -  
সুনীল কান্তি বড়ুয়া

## ভূমিকা

তথাগত গৌতম বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবক শিষ্যের মধ্যে সীবলী স্থবির ছিলেন লাভীশ্রেষ্ঠ । তাঁর জীবন কথা অত্যন্ত বিচিত্র ও কৌতূহল উদ্দীপক । বুদ্ধের পরে অগ্রশ্রাবক অনুবুদ্ধ মহাকাশ্যপ, অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র, মোগ্গলায়ন ও একান্ত সেবক আনন্দ স্থবিরের নাম বেশি শ্রুত হলেও একমাত্র লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী স্থবিরই সর্বাধিক পূজিত হয়ে আসছেন । এই সর্বাধিক পূজা অর্চনার নেপথ্যে রয়েছে মানুষের চিরন্তন লাভ সংকার-পুণ্য প্রাপ্তির সুপ্ত বাসনা । বৌদ্ধ ধর্মে অলৌকিকতার প্রশ্ন ও মূর্তি পূজার বিধান কিংবা গুরুত্ব নেই । কর্ম এবং কর্মফলের উপরই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর পাঁচ শতাব্দীকাল বৌদ্ধ ধর্ম মূর্তি পূজা বিবর্জিত ছিল, এমনকি বুদ্ধ ভক্ত পরম সৌগত সম্রাট অশোকের বদান্যতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় চুরাশি হাজার স্তূপ-স্তম্ভে শিলালেখে বুদ্ধ বা বুদ্ধশিষ্যের প্রতিকৃতির কোন চিহ্ন নেই । আছে কেবল প্রতীক চিহ্ন যেমন ধর্মচক্র, বোধিপত্র, সিংহ, হাতী, অশ্ব, হরিণ ইত্যাদি প্রাণীর স্মারক চিত্র । খৃস্টীয় প্রথম শতকে সম্রাট কনিষ্কের আমলে গ্রীক সভ্যতার প্রভাবে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ও পূজার প্রচলন হয় । বুদ্ধের দ্বাত্রিংশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ বিচার বিশ্লেষণ করে ভাস্কর্য শিল্পীরা বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে ব্রতী হন । পরবর্তী পর্যায়ে বুদ্ধের পাশাপাশি কিংবা সামনের সারিতে বুদ্ধ শিষ্যদের প্রতিমূর্তিও স্থান পেতে থাকে । শুধু বুদ্ধশিষ্য নন, বোধিসত্ত্ব, বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তিও গড়ে ওঠে মঠ-মন্দির-বিহার সংঘারামে । এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বুদ্ধপূজার পাশাপাশি লাভীশ্রেষ্ঠ শ্রাবক সীবলী স্থবিরের মূর্তি-প্রতিকৃতিও নির্মাণ এবং পূজা অর্চনার প্রচলন ঘটে ।

বৈদিক হিন্দু ধর্মে দেবী লক্ষ্মীর বিপরীতে বৌদ্ধ ধর্মে সীবলী পূজা প্রবর্তিত হয়েছে এদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিরূপ দেশ বার্মা, শ্রীলংকা থেকে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণকারী ভিক্ষুদের উদ্যোগে । তাঁদের মধ্যে পুণ্ড্রাচার চন্দ্রমোহন মহাস্থবির, আচার্য বংশদীপ মহাস্থবির, সংঘনায়ক ধর্মদর্শী মহাথের, আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গৃহীদের মধ্যে বার্মা-শ্রীলংকা-থাইল্যান্ডের ধর্ম শিক্ষা গ্রহণকারী পণ্ডিত ধর্মরাজ ও বিদর্শন সাধক রাজেন্দ্রলাল বড়ুয়ার নাম এ ব্যাপারে স্মরণীয় । অবশ্য বৌদ্ধ প্রধান দেশে ধনদেবতা হিসেবে জাম্বল দেবের পূজা প্রচলিত রয়েছে ।

লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলীর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে ধর্মপ্রাণ উপাসক সমাজসেবক সুনীল কান্তি বড়ুয়া অত্যন্ত যুগোপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করেছেন । তিনি নিজেই গ্রন্থকারের কথায় মহালাভী সীবলী স্থবিরের জীবন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষতঃ সেই মহাজীবনের স্মরণ পাঠের গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেছেন । লেখক অতীতের বুদ্ধ পরিচয় থেকে গুরু করে অশীতি মহাশ্রাবক তালিকা, শ্রাবক সংঘের শ্রেণী বিভাগ, মহাশ্রাবক সীবলীর অতীত জীবন, বর্তমান বুদ্ধের সময়ের জীবন কথা, সীবলীর পিতা মহালীকুমার ও মাতা সুপ্রবাসার পরিণয়, সপ্তবর্ষ গর্ভবাস, মাতার এক সপ্তাহ গর্ভ যন্ত্রণা, বুদ্ধের আশীর্বাদে ভূমিষ্ঠ হওয়া,



সীবলীর প্রব্রজ্যা, মার্গফল লাভ, পুণ্য পরীক্ষা, লাভীশ্রেষ্ঠ উপাধি দান ইত্যাদি শিরোনামে পুস্তকটি এমন সুচারুরূপে সাজিয়েছেন যাতে পাঠক বর্গের পাঠক্রমে এক ঘেঁয়েমি না আসে। শেষদিকে সীবলী পরিভ্রম, মন্ত্র, পূজা উৎসর্গ এবং উপসংহারে কর্মফল বর্ণনা, লিচ্ছবি জাতির অভ্যুদয়, সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম ও বুদ্ধসেবক আনন্দের পরিচিতি সংযোজন করে পুস্তকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। পুস্তকটি প্রণয়নে ও সম্পাদনায় লেখক যেসব গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন তার তালিকাও দিয়েছেন। এতে বোধগম্য হয় যে, তিনি এ ব্যাপ্তিতে অন্তত দশটি গ্রন্থ অভিনিবেশ সহকারে পড়েছেন। পাঠ্যস্পৃহা না থাকলে লেখক হওয়া যায় না। লেখার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়, এমনকি বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়। সীবলী জীবন কথা লিখতে গিয়ে কোনো জটিল দার্শনিক তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ না করে সহজ সরল সাবলীল ভঙ্গীতে অকপটে পরিবেশন করেছেন বাবু সুনীল কান্তি বড়ুয়া। তাঁর লেখার মানদণ্ড সাহিত্যমূল্যে নয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস মূল্যেই বিচার্য। লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলীর প্রতি তাঁর অপরিমেয় ভক্তি বিশ্বাসই তাঁকে ঐ পুণ্য পুরুষের জীবন কথা রচনায় প্রাণিত করেছে বলে আমার দৃঢ় ধারণা। পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উত্তম মঙ্গল এই বাণীতে তিনি সতত উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। পুস্তকটি আকারে বৃহৎ নয়। কাজেই পাঠক এক নাগাড়ে সেটা পাঠ করে যেতে পারবেন। সীবলী পরিভ্রম ও সীবলী জীবনী পাঠ করলে পাঠকের জীবন সমৃদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত হয় তা লেখক বলে দিয়েছেন। পুস্তকটির বহুল প্রচার একান্তই কাম্য।

সুনীল বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় সৌহার্দ্য সুদীর্ঘ চার দশকের। তাঁর সহধর্মিণী রূপালী আমার ছাত্রী। তাদের দাম্পত্য জীবন খুবই শোভন সুন্দর। তাদের চার মেয়ে সুপ্রাজ্ঞ। দুই ছেলে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত। কনিষ্ঠ মেয়ে শিল্পীরেখার স্বামী অভয় কুমার বড়ুয়া রানা আমার জ্ঞাতি ভাই। সুনীল বাবুর অনুপ্রেরণায় অভয় সদ্ধর্ম ও সমাজের হিত সাধনে উদার হস্তে অর্থদানে ইতিমধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করেছেন এবং জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ থেকে ‘দানপতি’ অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। এসবের নেপথ্যে সুনীল বাবুর নিজের এবং পরিবারের ধর্মীয় পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কাজেই ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তিত্ব সুনীল বাবুর হাত থেকে ধর্মীয় পুস্তক ‘সীবলী জীবন কথা’ রচিত হবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। তিনি তাঁর অবসর জীবনে আরও ধর্মীয় পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশনায় ব্রতী হোন এবং এবং নীরোগ দীর্ঘায়ু লাভ করুন এটাই কামনা করি।

৩০৯/এ, হেমসেন লেইন, চট্টগ্রাম

৩০/০৯/০৬

বিমলেন্দু বড়ুয়া সাহিত্যভাস্কর

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সহ-সম্পাদক

দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম।

## শুভেচ্ছা বাণী

এই ভবচক্রে যে সকল প্রাণী অবস্থান করছে, তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের মতবাদ অনুসারে সকল প্রাণীই নিজ নিজ কৃতকর্ম অনুসারে ফল ভোগ করার কারণে উন্নত বা হীন অবস্থায় অবস্থান করছে। প্রত্যেক প্রাণী আপন আপন কৃত কর্মানুসারে এ জগতে উৎপন্ন হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সং চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৎকর্মকে অবলম্বন করে জীবনকে অসীম অনন্তভাবে উৎকর্ষ সাধনের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এটাই বুদ্ধের অচিন্তনীয় কর্মবাদ। সম্যক সম্বুদ্ধ এবং পরম পূজ্য বুদ্ধ শ্রাবক সংঘ এর জীবন তারই যথার্থ প্রমাণ, শীল সংযম ও ত্যাগের মাধ্যমে প্রত্যেকেই উর্ধ্বগতি লাভে সক্ষম হন। বুদ্ধাদি মুক্ত মহামানবদের আদর্শকে অনুসরণ করে নিজেদেরকে সেই পথে পরিচালনা করলে মানুষ চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হন। বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবকগণ এক একজন এক একদিকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন নিজ নিজ লক্ষ্যকে সামনে রেখে। সীবলী স্থবিরও পূর্ববর্তী পদুমুণ্ডর বুদ্ধের নিকট জগতে বুদ্ধ শ্রাবকদের মধ্যে লাভীশ্রেষ্ঠ হবার জন্য, পরে বিপস্সী বুদ্ধকে মহতী জনসংঘের সহিত দধি, গুড় ও মধুসহ পঞ্চ কটু ফল দান করে জগতে মহাযশস্বী হবার জন্য বর প্রার্থনা করেন। বুদ্ধগণ পরবর্তী তথাগত গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধের সময় তিনি পদলাভ করবেন বলে ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করেন। সেই থেকে তিনি দেব মানবরূপে এ জগতে বিচরণ করে ভগবান গৌতম সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে লিচ্ছবী রাজকুমার মহালীর ঔরসে এবং কোলীয় রাজকন্যা স্রোতাপন্না পরমাসুন্দরী সুপ্রবাসার গর্ভে উৎপন্ন হয়ে পূর্বের কোন এক অকুশল কর্মফল হেতু সাত বৎসর গর্ভবাসে অবস্থান করে মহাদুঃখ ভোগ করেন। পরে বুদ্ধের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে নীরোগ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন। মহাপুণ্যবান বলে নাম রাখা হয় সীবলী। ভূমিষ্ঠ হবার পর মাতাপিতার অনুমতিক্রমে অগ্রশ্রাবক সারীপুত্র স্থবির সীবলী কুমারকে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা দেন। স্থবিরের উপদেশে ভাবনা বলে সীবলী কুমার অর্হত্ব ফল লাভ করে সকল দুঃখের হাত থেকে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করেন।

নিজ নিজ কৃত কুশলকর্মের দ্বারা মানুষ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হতে পারে। বুদ্ধ শিষ্যগণের এই চরম পরাকাষ্ঠা দেখে সকলের সৎকর্মে উৎসাহী হওয়া উচিত। এটা দেখে সর্বসাধারণের মধ্যে পুণ্য পুরুষগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেরাও জ্ঞান ও গুণে উৎকর্ষ সাধন করতে সমর্থ হবেন। শ্রদ্ধাবান উপাসক সমাজকর্মী বাবু শ্রীযুক্ত সুনীল কান্তি বড়ুয়া ও তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের অশীতি শ্রাবক সংঘের অন্যতম লাভীশ্রেষ্ঠ শ্রাবক সীবলী মহাস্থবিরের জীবন কাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচার করার মানসে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। এটা সকলের জন্য সুখপাঠ্য হবে। আমি পুস্তিকাটির বহুল প্রচার হউক এটাই আশা রাখি।

শ্রীমৎ এস, ধর্মপাল মহাথের এম, এ, ডিপিটক বিশারদ

তারিখ : চট্টগ্রাম।

২৫/০৯/২০০৬ ইং

২৫৫০ বুদ্ধাব্দ

সংঘনায়ক, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা

অধ্যক্ষ, শাকপুরা ধর্মানন্দ বিহার

মধ্যম শাকপুরা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

## শুভেচ্ছা বাণী

‘পূজকো লভতে পূজং বন্দকো পটিবন্দনং’

যসো কিস্তিঞ্চ পপ্পোতি যো মিত্তানং দূবতি ।’

- যিনি অপরকে (সম্মানিত ব্যক্তি) পূজা এবং বন্দনা করে থাকেন, প্রতিদানে তিনি পূজা, নমস্কার বা বন্দনা লাভ করে, ঐশ্বর্য, পরিবার ও যশকীর্তি লাভ করে থাকেন ।

শিক্ষানুরাগী ও ধর্মপ্রাণ উপাসক শ্রী সুনীল কান্তি বড়ুয়ার প্রণীত ‘সীবলী জীবনকথা’ গ্রন্থটি বর্তমানে বঙ্গীয় বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । প্রবাদ আছে- পরশমণির সংস্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণে পরিণত হয় তেমনি মহাপ্রাজ্ঞ, আত্মত্যাগী ও সাধক শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী পুণ্য পুরুষদের ছত্রছায়ায় তথা তাঁদের জীবনাদর্শ পাঠ করে অসংখ্য অসংখ্য পথভ্রষ্ট মানুষ সত্যের সন্ধান লাভে মানব জীবনকে করেছেন ধন্য ও কৃতার্থ । মানুষের নৈতিকতার উৎকর্ষতা, ত্যাগ চেতনা, আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং মৈত্রীময় সহাবস্থানের বাতাবরণ ও সুন্দর-সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টিতে পুণ্যপুরুষদের স্মরণ ও পূজা করা অতীব উত্তম মঙ্গল । মূলতঃ সীবলী স্থবিরের কর্মবহুল জীবন চরিত্র একদিকে অত্যন্ত করুণ, মর্মান্তিক এবং দুঃখপূর্ণ । অন্যদিকে ভিক্ষুত্ব জীবনে লাভ সৎকারে বুদ্ধ শিষ্যদের মধ্যে তৎকালীন সময়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় । স্বয়ং ভগবান বুদ্ধই তাঁকে লাভীশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেন ।

সীবলী স্থবিরের জীবন চরিত্র পাঠ করলে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, সীবলী স্থবির ছিলেন এক অনন্য সাধারণ পুণ্যবান এবং আধ্যাত্মিক সিদ্ধ সংঘ পুরোধা । কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম বিপাকে তাঁকে সাত বৎসর সাত দিন মাতৃ জঠরে অবস্থান করতে হয়েছিল । ঘটনাক্রমে জন্মের পরদিন তিনি বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক ধর্মসেনাপতি ‘সারিপুত্র স্থবিরের নিকট জাতি বা জন্মজনিত দুঃখ’ সম্বন্ধে আলাপ করে অতীত জন্মের পুণ্যের প্রভাবে সেই দিনই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন । প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বে মস্তকের কেশরাশি ছেদনকালেই তিনি অর্হত্ব ফল বা বিমুক্তি জ্ঞান লাভ করেন । সেই দিন থেকেই তাঁর জীবনে আশাতীত লাভ-সৎকার উৎপন্ন হতে লাগলো । পরে তিনি তাঁর পুণ্য প্রভাবে লাভীদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন । এই সমস্ত তাঁর বিচিত্র এবং অতীব আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী অনুধাবন করলে বাস্তবিকই অতি আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয় ।

মহাকারণিক তথাগত বুদ্ধের অশীতি মহাপ্রাবক সংঘের মধ্যে অন্যতম মহালাভী ‘সীবলী স্থবির’ সম্পর্কে ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী তাঁর এক মুখবন্ধে লিখেছেন- “মাতৃগর্ভে পটিসঙ্কিকাল হইতে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এত লাভ-সৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, বৌদ্ধ ইতিহাসে এমন কাউকেও দেখা যায় না, এমনকি তাঁহার সাহচর্যে যেইসব ভিক্ষুসংঘেরা বাস করিতেন তাঁহারাও কদাচ অভাবগ্রস্ত হইতেন না; শুধু ইহাই নহে, যাঁহারা সর্বদা

অর্হৎ সীবলীর গুণ অনুসরণ করেন, পূজা করেন, ব্রতকথা পাঠ করেন, তাঁহারাও বিবিধ দুঃখ-দৈন্য অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা ভগবদ্ভাষিত বাণী” ।

লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী স্থবিরের জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীকে গ্রন্থকার পুষ্প চয়নের মত কয়েকটি গ্রন্থের সহায়তা নিয়ে অভিনব মালাকারের মত সাজিয়ে তুলেছেন । গ্রন্থটি অত্যন্ত সহজ সরল সুখপাঠ্য হয়েছে, যা পাঠক সমাজকে অনুপ্রাণিত ও আকর্ষিত করবে । পুণ্যপুরুষদের জীবন চরিত অনুধ্যান করা এক প্রকার পুণ্য তো বটেই এবং ব্যক্তি জীবনের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে বিশেষ করে মানুষের নৈতিক শিক্ষা, আদর্শ, মানবিক চেতনায় উদ্দীপ্ত এমনকি বিমুক্তি মার্গ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হয় । তাঁর এ কল্যাণজনক ও শোভনীয় প্রয়াস সাধুবাদযোগ্য ।

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কবিপ্রবর জ্যোতিপাল ভিষ্ণু রেঙ্গুনের ধর্মদূত বিহারে অবস্থানকালীন সময়ে ‘সীবলী চরিত’ গ্রন্থটি রচনা করেন । ভূমিকা লেখেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সংঘরাজ শীলালংকার মহাস্থবির । ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে দার্শনিক ভদন্ত বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির কাব্যিক ছন্দে ‘সীবলী ব্রতকথা’ নামে দ্বিতীয় গ্রন্থ রচনা করেন । এ গ্রন্থের মুখবন্ধ লেখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যাপক ভিষ্ণু শীলাচার শাস্ত্রী মহোদয় । ১৩৮৯ সালে পণ্ডিত সুগতবংশ মহাস্থবির ‘সীবলী চরিত’ নামে গদ্যে তৃতীয় গ্রন্থটি রচনা করেন । কবিরাল বিভূতি রঞ্জন বড়ুয়া কলিকাতা থেকে ১৪০০ সালে ‘সীবলী পালা কীর্তন ও জীবন কাহিনী’ কাব্যিক ছন্দে রচনা করেন । এটা ছিল চতুর্থ গ্রন্থ । বর্তমান গ্রন্থটি পঞ্চম গ্রন্থ হিসেবে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাদৃত হবে আশা রাখি ।

সদ্ধর্মের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে বুদ্ধবাণী এবং মহামনীষাদের আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনা সম্বলিত চারিত্রিক উৎকর্ষতার উপর যত বেশী লেখালেখি হবে ততই বেশী মঙ্গল । গ্রন্থকার সেই অভাব পূরণে ভূমিকা পালন করেছেন । ইতিপূর্বেও তিনি সমাজ ও সদ্ধর্মের উন্নতিকল্পে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং আত্মীয়-স্বজনের মাঝেও সেই মানসিকতা জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে আশ্রয় চেষ্টি চালিয়ে যাচ্ছেন । বুদ্ধের পরিভাষায় এটাই উপাসকের অন্যতম গুণ । তাঁর এ মহৎ চিন্তা-চেতনা প্রজন্মের জন্য অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য । ভবিষ্যতেও তাঁর কাছ থেকে আরও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড আশা রাখি । আমি গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করছি ।

**ড. জিনবোধি ভিষ্ণু**

চেয়ারম্যান, প্রাচ্যভাষা বিভাগ,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ।

প্রবারণা পূর্ণিমা

২৫৫০ বুদ্ধাব্দ, ৬ অক্টোবর ২০০৬ ইং

## শুভেচ্ছা বাণী

“সীবলী জীবন কথা” বইয়ের লেখক শ্রদ্ধেয় সুনীলদা আমার বড় ভাই। রাউজান উপজেলার কাছরদীঘির পাড় ও আবুরখীল অতি নিকটতম গ্রাম। আত্মীয়তা সূত্রে বড় ভাই হিসেবে প্রতিনিয়ত অপত্য স্নেহ পেয়ে এসেছি। স্নেহের পরশে সিন্ধু ছোট ভাইকে তাঁর লিখা বইয়ের জন্য বাণী দিতে বলেছেন। মূলতঃ বাণী দেয়া একটি কঠিন কাজ। তবুও আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি তাঁর লিখা বইয়ের জন্য বাণী চেয়েছেন।

“সীবলী জীবন কথা” বইয়ের প্রেস প্রফটি আমি পড়েছি এবং পড়ে আনন্দিত হয়েছি। বেশ কয়েকটি বই ঘেঁটে তিনি এই বইটি লিখেছেন। গৌতম বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে সীবলী হচ্ছেন লাভীশ্রেষ্ঠ অরহৎ। ধন সম্পদ লাভ ও বৃদ্ধির জন্য বৌদ্ধরা লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী পূজা করে থাকে। বৌদ্ধদের বিশ্বাস সীবলী পূজা করলে ধন সম্পদ বৃদ্ধি হবে। তাই সীবলী পূজার প্রচলন। বুদ্ধ বলেছেন, “লাভীনং সীবলী অগ্গো মম সিস্থেসু ভিক্ষবো” অর্থাৎ আমার লাভী শিষ্যদের মধ্যে সীবলীই লাভীশ্রেষ্ঠ। বহুগুণে গুণান্বিত বলে সীবলীকে লাভীশ্রেষ্ঠ বলা হয়। এই সব গুণের বিশ্লেষণ ভূমিকাতে অবশ্য থাকবে সেদিকে আমি আর গেলাম না। শ্রদ্ধেয় বড় ভাই সুনীলদা একজন অমায়িক ধর্মপরায়ণ ভদ্রলোক। আমি ছোট বেলা থেকেই তাঁকে দেখে আসছি একজন সৎ, মৃদুভাষী, ন্যায়পরায়ণ ও সদালাপী ব্যক্তি হিসেবে। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের কথা। চট্টগ্রাম শহরের কাতালগঞ্জ নব পণ্ডিত বিহারের ভূমি রেজিস্ট্রেশনে সুনীলদা যে ভূমিকা পালন করেছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা হয়ে থাকবে। ২৮ বছর পরেও নব পণ্ডিত বিহার রেজিস্ট্রেশন না হলে বৌদ্ধ সমাজ বিশাল এক কর্মকাণ্ড থেকে বঞ্চিত হতো। সুনীলদা তাঁর মেয়ে জামাই অভয় কুমার বড়ুয়া (রানা) কে উদ্বুদ্ধ করে বিহারের ভূমি রেজিস্ট্রেশনে বিশাল অংকের আর্থিক সহায়তা দানে রাজী করেছেন। এই অবদান বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ কোনদিন ভুলবে না। রানাকে উদ্বুদ্ধ করার পেছনে সুনীলদার মেয়ে (ফ্রান্সে অবস্থানরত) শিল্পী রেখার ভূমিকাও সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। রানা ধর্মগ্রাম আবুরখীলের কৃতি সন্তান। রানার অসাধারণ অবদানে আমরা আবুরখীলবাসী গর্বিত। আমি সুনীলদার পরিবার ও আত্মীয় স্বজন সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

এরই মাঝে সুনীলদা অবসর সময়ে “সীবলী জীবন কথা” লিখে সমাজকে সীবলী সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিয়েছেন সেজন্যে তিনি ধন্যবাদার্থ। বইটি যখন প্রকাশিত হবে তখন বইটির আঙ্গিক সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। সুনীলদা একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা। ব্যক্তিজীবনে সুশীল জীবন যাপনকারী একজন সমাজ সচেতন ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে সীবলী সম্পর্কে জানার আগ্রহ যে বই আকারে প্রকাশ করেছেন তজ্জন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য। সুনীলদার স্ত্রীও ধর্মগ্রাম আবুরখীলের মেয়ে। তিনিও ধর্মপ্রাণ একজন গৃহবধূ। সুনীলদা ‘সীবলী জীবন কথা’ লিখে সমাজকে সীবলী গুণে গুণান্বিত হবার কথা পরোক্ষভাবে বলেছেন। জন্ম জন্মান্তর পেরিয়ে পদুমুগুর বুদ্ধের আমল থেকে শুরু করে গৌতম বুদ্ধের সময়কালে লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী আমাদের সকলের নমস্য ও পূজ্য। মানুষের জীবন গঠনে সীবলী গুণের পূজার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা ও সীবলীকে সামনে রেখে ধর্মের সারবস্তা উপলব্ধি করতে পারলে আমরা সকলেই সার্থক হবো।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো “সীবলী জীবন কথা” বইটির বহুল প্রচারের জন্য। আমি পুনরায় সুনীলদার সুখী জীবন, সুস্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রফেসর ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া

চেয়ারম্যান পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

## গ্রন্থকারের কথা

বুদ্ধং বন্দামি, ধম্মং বন্দামি, সংঘং বন্দামি অহং বন্দামি সব্বদা

বুদ্ধের ধর্ম গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। এই ধর্ম আচরণের ধর্ম। যিনি যত বেশী স্ব স্ব আচরণে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন ততই এটা তাঁর নিকট খুবই সহজতর হয়ে দেখা দেবে। বুদ্ধের ধর্মে লীলাময়ের লীলা, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা কিংবা দৈব খেয়ালের দোহাই নেই। বুদ্ধ বলেন, “অন্তাহি অন্তনো নাথো, কোহি নাথো পরোসিয়া” অর্থাৎ নিজেরই নিজের প্রভু বা ত্রাণকর্তা বা ভাগ্য নিয়ন্তা। স্ব স্ব কর্মই নিজের নিয়ন্তা। বুদ্ধ আরো বলেন, “তোমার খাদ্য অপরে খেয়ে হজম করলে যেমন তোমার শরীরে বল সঞ্চিত হবে না- অন্যে অধ্যয়ন করলে যেমন তোমার জ্ঞান অর্জন হবে না, সেরূপ তোমার মুক্তি ও অপরে দিতে পারবেনা, তুমিই তোমার রক্ষাকর্তা, তুমিই তোমার ত্রাণকর্তা-মুক্তিদাতা, মানুষ যা’ বপন করে তারই ফল ভোগ করে। মহান সীবলীর জীবনেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। আদিকাল থেকে পরিলক্ষিত হয় অধিকাংশ মানব ইহলোকে জন্মের পর অভিজ্ঞতার আলোকে অসারত্ব উপলব্ধি করে সংসার ত্যাগ করতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। কিন্তু মহান সীবলীর ব্যাপার আলাদা, জন্মের পর পরই সংসারের অসারত্ব বুঝতে পেরে প্রবজ্যারূপ অনাগারিক জীবনের জন্য আগ্রাহান্বিত হয়ে উঠেন ইহলোকের কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়নি এর একমাত্র কারণ জন্মান্তরের কুশল কর্মের ফল। সংসারে গৃহী জীবনের কোন প্রকার আঁচর না লাগিয়ে পবিত্র ধর্মীয় জীবনে পদার্পণ- এটাই হচ্ছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানবদ্ধ অর্হৎ বৃন্দের সাথে মহান সীবলী অর্হতের বৈশিষ্ট্য। আমার সম্মানিত পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে এক অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব অভাবনীয় ঘটনা সম্বলিত মহালাভী সীবলীর অমৃতময় জীবন কাহিনীর বর্ণনার উল্লেখ করছি, বর্ণিত কাহিনী যিনি শ্রদ্ধাভরে পাঠ করেন কিম্বা অন্যকে শোনান অথবা অন্যেরা এ কাহিনী শ্রবণ করেন, তবে তাঁর জীবনে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন লাঘব হবে বলে পণ্ডিত ভিক্ষু সংঘ উল্লেখ করে গেছেন। লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলীর মায়াময় ছবি ও “জীবন কথার” বই যে গৃহে সংরক্ষিত থাকে সে গৃহে দুর্ঘটনা আপদ-বিপদ হওয়া বিরল ঘটনা হিসাবেই প্রতীয়মান হয়। তাই শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ অন্ততঃ মাসে একবার মহালাভী সীবলীর পুণ্যময় জীবন স্মরণ করে মহাপুণ্যের লাভ আশায় শ্রদ্ধাভরে পূজা করবেন। যিনি এ মহাজ্ঞানী, মহাতেজবান, মহাপুণ্যবান লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলীর পূজা করেন ব্যাবসা-বাণিজ্যে কিম্বা অন্যান্য পেশায় তাঁর উত্তর উত্তর সমৃদ্ধি সাধিত হয়। দরিদ্র ব্যক্তি বিত্তশালী হয়ে আজীবন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতে পারেন পরম করুণাময় তথাগত বুদ্ধের পূজা অর্চনার পরেই প্রতিকরূপ বৌদ্ধ অধ্যুষিত যেমন মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, তিব্বত, ভারত প্রভৃতি দেশে ভক্তেরা মহান সীবলীর পূজা করে থাকেন। অতীতে এ মহালাভী সীবলীকে স্মরণের মাধ্যমে বহু শ্রেষ্ঠী রাজা-মহারাজা সারা জীবন অভয়ে শত্রুহীন এবং মিত্র পরায়ন হয়ে অতীষ্ট সিদ্ধি লাভ করেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের উদ্দেশ্যে নিবেদন এ যে অনেক পুস্তক অব্বেষণের মাধ্যমে মহান “সীবলীর জীবন কথা” সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছি। যদি এ ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান পুস্তকখানি আপনাদের মনে এতটুকু আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে তবেই নিজকে ধন্য মনে করব।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে অত্র পুস্তকের বিষয়বস্তু কল্পিত কাহিনী নয় সমস্তই বুদ্ধ বাক্যের অনুসরণীয় বিদগ্ধ পণ্ডিত ভিক্ষুসংঘ এবং ব্যক্তিবর্গের রচনা থেকে সংগৃহীত।

সবিনয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, মহান সীবলীর জীবনের ঘটনাবলী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি, যে সকল বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভ করে মহালাভী সীবলী জন্মান্তরে আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, অশীতি মহাশ্রাবকের নাম ও গুণানুসারে শ্রাবক সংঘের শ্রেণী বিভাগ, গর্ভবাস, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সাতদিন কষ্ট পাওয়া, সুপ্রবাসার সাত বৎসর সাত দিন গর্ভ ও প্রসব যন্ত্রণা, সীবলীর প্রব্রজ্যা গ্রহণ ও মার্গফল লাভ, মহালাভ সংকারের ঘটনায় দেবতাগণের দানীয় সামগ্রী বিতরণ দ্বারা সীবলীর পুণ্য পরীক্ষা, রেবত স্থবিরের অর্হত্ব লাভ, মহান সীবলীকে বুদ্ধ কর্তৃক লাভীশ্রেষ্ঠ উপাধি প্রদান। সীবলী পরিসুং, সীবলী মন্ত্র, সীবলী পূজা উৎসর্গ ও বুদ্ধ কর্তৃক কর্মফল বর্ণনা প্রভৃতি ঘটনাবলী এবং লিচ্ছবী জাতির অভ্যুদয়, তৎসঙ্গে স্থবির আনন্দকে লক্ষ্য করে সংশ্লিষ্ট সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম ব্যাখ্যা এবং আনন্দ স্থবিরের সেবকরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পুস্তকে পরিবেশন করা হয়েছে।

বাংলাদেশী বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় গুরু, প্রাচীন ভিক্ষু সংগঠন বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার সাতাশতম সংঘনায়ক সৌগত ধর্মপাল মহাথের'র প্রদত্ত শুভেচ্ছা বাণী, 'সীবলী জীবনকথা' পুস্তকের গুরুত্ব ও সৌষ্টব্য বৃদ্ধি করেছে। জন্মান্তরের পারমীর ধন 'সংঘনায়ক' অভিধাপ্রাপ্ত পরমারাধ্য মহাথেরকে অবনত শিরে শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করছি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যাভাষা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. জিনবোধি ভিক্ষু মহোদয় পুস্তক প্রণয়নে তথ্য দিয়ে এবং সহায়ক পুস্তক সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন; শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে পুস্তকের মর্যাদা অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছেন। এজন্য আমি শ্রদ্ধেয় ভক্ত মহোদয়কে বন্দনা জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি, দৈনিক আজাদী পত্রিকার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সহ-সম্পাদক, বৌদ্ধ সমাজের একমাত্র জনপ্রিয় প্রবীন সাংবাদিক, খ্যাতনামা গ্রন্থকার, প্রখ্যাত সমাজকর্মী, সাহিত্য ভাস্কর বিমলেন্দু বড়ুয়া মহোদয় 'সীবলীর জীবনকথা' পুস্তকের ভাষাগত সংশোধনীসহ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রফ দেখে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লিখে পুস্তকের গাঢ়ীর্ঘ ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন এজন্য তাঁর কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ রইলাম এবং সাংবাদিক-সাহিত্যিক মহোদয়ের সুস্থ দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, বৌদ্ধ নেতা, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক, খ্যাতনামা সমাজকর্মী ও বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া 'সীবলী জীবনকথা' পুস্তকখানি সম্পূর্ণ পাঠ করে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন এবং অনুজ প্রতীম ড. বড়ুয়া সুন্দর শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন তজ্জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ও তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

যে সকল গ্রন্থের সহায়তা নিয়ে 'সীবলী জীবনকথা' রচনায় সক্ষম হয়েছি ঐ সকল সম্মানিত গ্রন্থকারগণের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম।

সুনীল কাণ্ডি বড়ুয়া

গ্রন্থকার

# সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অতীত বুদ্ধ পরিচয়	১
অশীতি মহাশ্রাবক তালিকা	২
গুণানুসারে শ্রাবক সংঘের শ্রেণী বিভাগ	৩
অতীত জীবন বৃত্তান্ত	৪
বর্তমান বুদ্ধের সময়ে জন্মকথা	৬
মহালী কুমার ও সুপ্রবাসার পরিণয়	৬
সীবলীর সপ্তবর্ষ গর্ভবাস	৭
সুপ্রবাসার সাতদিন প্রসব যন্ত্রণা	৮
বুদ্ধের আশীর্বাদ ও ভূমিষ্ট হওয়া	৯
বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান	৯
সীবলীর প্রব্রজ্যা ও মার্গফল লাভ	১৩
সীবলীর পুণ্য পরীক্ষা	১৪
রেবত স্থবিরের অর্হত্ব ফল ও সীবলীর পুণ্য পরীক্ষা	১৪
সীবলীকে লাভীশ্রেষ্ঠ উপাধি প্রদান	১৮
সীবলী পরিশুৎ	২০
সীবলী মন্ত্র	২৪
সীবলী পূজা উৎসর্গ	২৪
উপসংহার	২৬
বুদ্ধ কর্তৃক কর্মফল বর্ণনা	২৬
লিচ্ছবি জাতির অভ্যুদয়	২৯
সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম	৩০
আনন্দ স্থবির	৩২



## যে সকল তথাগত মহামানব বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভ করে মহালাভী মহাজ্ঞানী সীবলী জন্মান্তরে আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১। পদুমুত্তর বুদ্ধ : তিনি হংসবতী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আনন্দ ক্ষত্রিয়, মাতার নাম সুজাতা, দেবল ও সুজাত অগ্রশ্রাবক, সুমন সেবক, অমিতা ও অসমা অগ্রশ্রাবিকা, শালবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ দেহের উচ্চতা ৮৮ হাত দেহপ্রভা ১২ যোজন ব্যাপ্ত এবং আয়ু লক্ষ বৎসর ছিল। প্রথম সভায় শত কোটি সহস্র, দ্বিতীয় সভায় ৯০ কোটি সহস্র ও তৃতীয় সভায় ৮০ কোটি সহস্র প্রাণীর ধর্ম জ্ঞান লাভ হয়েছিল। তখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন মহারাত্রীয় জটীল সন্ন্যাসী। এ বুদ্ধের সময়ে তীর্থীয় সম্প্রদায় ছিল না। সমস্ত দেব মনুষ্যই বুদ্ধের শরণে আগমন করেছিলেন। এ বুদ্ধকে দান দিয়ে পূজা করে মহান সীবলী লাভীশ্রেষ্ঠ পদ প্রার্থনা করেছিলেন এবং ভগবান উত্তরে বলেন- “গৌতম বুদ্ধের সময় তুমি লাভীশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হবে।”

২। বিপস্সী বুদ্ধ : তিনি বন্ধুমতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজা বন্ধুমা মাতার নাম বন্ধুমতী। অগ্রশ্রাবক খণ্ড ও তিস্য, সেবক অশোক অগ্রশ্রাবিকা চন্দ্রা ও চন্দ্রামিত্রা বোধিবৃক্ষের নাম পাটলীবৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৮০ হস্ত, দেহ প্রভা নিত্য ৭ যোজন ব্যাপ্ত ও আয়ু ৮০ হাজার বৎসর ছিল। ১ম সভায় ৬৮ লক্ষ, ২য় সভায় ১ লক্ষ ও ৩য় সভায় ৮০ হাজার লোকের ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল। তখন বোধিসত্ত্ব মহাঋদ্ধিবান অতুল নামক নাগরাজ ছিলেন। তিনি সপ্তরত্ন খচিত সুবর্ণময় পীঠ দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করেছিলেন। মহামানব বিপস্সীবুদ্ধকে মহান সীবলী অর্হৎ গুড়, দধি ও মধু দান করে পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন।

৩। কশ্যপ বুদ্ধ : তিনি বারানসী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণ, মাতা ধনবতী ব্রাহ্মণী, অগ্রশ্রাবক তিস্য ও ভরদ্বাজ সেবক সর্বমিত্র, অগ্রশ্রাবিকা অতুলা ও উরুবেলা। বোধি নিগ্রোধ বৃক্ষ, দেহ ২০ হাত উচ্চ এবং আয়ু ২০ হাজার বৎসর ছিল। তাঁর একটি সভায় ২০ হাজার ভিক্ষু

ধর্মজ্ঞান লাভ করে ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব ত্রিবেদ পারদর্শী প্রসিদ্ধ জ্যোতিপাল নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর বন্ধু ঘটকারের সাথে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা লাভ করেন। তিনি ত্রিপিটকে সুশিক্ষিত ছিলেন। মহালাভী সীবলী কশ্যপ বুদ্ধকে ক্ষীর ভাত দান করে পুণ্য অর্জন করেছিলেন।

## উৎপত্তির বিষয়বস্তু

বুদ্ধের শ্রাবক সংঘ তিনভাগে বিভক্ত- যথা-(১) অগ্রশ্রাবক (২) মহাশ্রাবক (৩) প্রকৃতি শ্রাবক।

তৎমধ্যে অগ্রশ্রাবক হলেন মহাজ্ঞানী শারীপুত্তো এবং মহাঋদ্ধিমান মোগ্গল্লায়ন।

মহাশ্রাবক হচ্ছেন ৮০ জন : (১) কোণাঞো (২) বপ্পো (৩) ভদ্বিয়ো (৪) মহানামো (৫) অস্সজি (৬) নালকো (৭) য়সো (৮) বিমলো (৯) সুবাহু (১০) পুণ্ণজি (১১) গবম্পতি (১২) উরুবলকস্সপো (১৩) নদী কস্সপো (১৪) গয়া কস্সপো (১৫) সারীপুত্তো (১৬) মোগ্গল্লানো (১৭) মহাকস্সপো (১৮) মহাকচ্চানো (১৯) মহাকোট্ঠিতো (২০) মহাকপ্পিনো (২১) মহাচুন্দো (২২) অনুরুদ্ধো (২৩) কজ্জারেবতো (২৪) আনন্দো (২৫) নন্দোকো (২৬) ভণ্ড (২৭) নন্দো (২৮) কিম্বিলো (২৯) ভদ্বিয়ো (৩০) রাহুলো (৩১) সীবলী (৩২) উপালি (৩৩) দব্বো (৩৪) উপসেনো (৩৫) খদিরবনিয় রেবতো (৩৬) পুণ্ণো মন্তানিপুত্তো (৩৭) পুণ্ণো সুনাপরন্তকো (৩৮) সোণো কুটিকুণ্ণো (৩৯) সোণো কোলিবীসো (৪০) রাধো (৪১) সুভূতি (৪২) অঙ্গুলিমালো (৪৩) বক্কলি (৪৪) কালুদায়ী (৪৫) মহাউদায়ী (৪৬) পিলিন্দবচ্ছো (৪৭) সোভিতো (৪৮) কুমারকস্সপো (৪৯) রট্ঠপালো (৫০) বঙ্গীসো (৫১) সভিয়ো (৫২) সেলো (৫৩) উপবানো (৫৪) মেঘিয়ো (৫৫) সাগতো (৫৬) নাগিতো (৫৭) লকুণ্টকা ভদ্বিয়ো (৫৮) পিণ্ডোল ভারদ্বাজো (৫৯) মহাপহুকো (৬০) চুলপহুকো (৬১) বক্কুলো (৬২) কোণ্ডধানো (৬৩) দারুচীরিয়ো (৬৪) য়সোজো (৬৫) অজিতো (৬৬) তিস্সমেত্তেয়্যো (৬৭) পুণ্ণকো (৬৮) মেত্তণ্ড (৬৯) ধোতকো (৭০) উপসিবো (৭১) নন্দো (৭২) হেমকো

(৭৩) তোদেয়ো (৭৪) কপ্পো (৭৫) চতুকাগ্নি (৭৬) ভদ্রাবুধো (৭৭) উদয়ো  
(৭৮) পোসালো (৭৯) মোঘরাজা (৮০) পিঙ্গিয়ো ।

৮০ জন মহাশ্রাবক ব্যতিত বাকি সবাই প্রকৃতি শ্রাবক আবার  
অগ্রশ্রাবকদেরকেও মহাশ্রাবকের মধ্যে পরিগণিত করা হয় । মার্গস্থ ফলস্থ  
শ্রাবকগণের মধ্যে গুণানুসারে বহুল প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় ।

যেমন বিনয়ধরের মধ্যে উপালি স্থবির

শ্রদ্ধাবানের মধ্যে বক্কালি স্থবির

বীর্যবানের মধ্যে সোন কোলিবিষ্ স্থবির

স্মৃতিবানের মধ্যে সাগত স্থবির

সমাধি লাভীর মধ্যে চুলপম্বক স্থবির

অরণ্য বিহারীর মধ্যে রেবত স্থবির

সেবা ও প্রজ্ঞাবানের মধ্যে আনন্দ স্থবির এবং

লাভীশ্রেষ্ঠ রূপে সীবলী স্থবির পরিগণিত হয়েছেন ।

বর্তমান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মহালাভী সীবলী স্থবিরের “জীবন কথা” ।

## সীবলীর অতীত জীবন বৃত্তান্ত

অরহং লাভীনং অগ্গো সেট্ঠো সীবলী মহাথেরং অহং বন্দামি

এখন থেকে লক্ষ কল্প বৎসর পূর্বে ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের নিকটে ধর্ম শ্রবণার্থ গমন করতঃ পরিষদের প্রান্তভাগে বসলেন। তখন ভগবান একজন ভিক্ষুকে “লাভীশ্রেষ্ঠ” উপাধি প্রদান করেন। তিনি ভাবলেন “আমারও ভবিষ্যতে লাভীশ্রেষ্ঠ পদ গ্রহণ করা উচিত”। তৎপর সপ্তাহ কাল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে দান দিয়ে বললেন “ভণ্ডে আমি এ দান ফলে অন্যপদ প্রার্থনা করি না, লাভীশ্রেষ্ঠ পদই প্রার্থনা করি। ভগবান বললেন “গৌতম বুদ্ধের সময়ে তুমি লাভীশ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হবে।” তিনি সে হতে বিবিধ কুশল কর্ম সম্পাদন পূর্বক বিপস্সী বুদ্ধের সময়ে বন্ধুমতী নগর হতে অনতিদূরে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বন্ধুমতীর উপাসকেরা রাজার সহিত পরামর্শ করে বুদ্ধকে দান দিচ্ছিলেন। একদা নগরবাসী একত্র হয়ে দান দিবার সময় “আমাদের দান সহে” (দানোৎসব) কি কি বস্তু নেই, তদন্ত করে দেখলেন যে মধু, গুড় ও দধি এ তিনটি বস্তুর অভাব, তৎপর তাঁরা নগরের প্রবেশ ধারে লোক বসিয়ে দিলেন, একসময় ঐ কুল পুত্র গুড় ও দধি নিয়ে নগরে প্রবেশ করেছেন। অনতিদূরে কুলপুত্র মুখ প্রক্ষালনের জন্য পুকুরে গিয়ে এক দণ্ড মধুও লাভ করেন। সে সময় চৌকিদাররা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ গুড় ও দধি কার উদ্দেশ্যে নিচ্ছেন? তিনি বললেন, “কারও জন্য নহে, বিক্রির জন্য নিচ্ছি”। তা হলে এক কার্ষাপণ মূল্য নিয়ে এগুলি আমাদের প্রদান করুন। তিনি ভাবলেন এ জিনিস দুটির মূল্য সামান্য। অথচ তারা বেশী দাম এর বিনিময়ে নিতে চায়। একবার পরীক্ষা করা উচিত। এক কার্ষাপণ হতে দর কষাকষির মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি করে সহস্র কার্ষাপণে যখন উন্নীত হলো তখন তিনি ভাবলেন আর মূল্য বৃদ্ধি করা উচিত নহে। এখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করি। মহাশয়গণ এ বস্তু দুটির মূল্য অতি অল্প, অথচ আপনারা বেশী দিচ্ছেন, ইহা কোন বিশেষ কাজের জন্য চাইছেন? মহাশয়

নগরবাসীরা রাজার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ভগবান বিপস্বী বুদ্ধকে দান দিচ্ছেন। অথচ এ দানোৎসবে এ জিনিস দুটির অভাব আছে- যদি এগুলি দেয়া না হয় তবে নগরবাসীরা পরাজিত হবে। সে কারণে আমরা হাজার কার্ষাপণ দিতে রাজী হয়েছি। তা হলে কি কেবল নগরবাসীরা দান করবে। না অন্য কেউও করতে পারে? এ দান সকলে করতে পারে, ইহা সার্বজনীন দান। এ দানে একদিন হাজার কার্ষাপণ<sup>১</sup> দাতা কেউ আছে কি?

না বন্ধু! যদি তাই হয়, আপনারা জানেন কি এ গুড় দধির মূল্য যে সহস্র কার্ষাপণ? হ্যাঁ জানি, আপনারা এখন নগরবাসীদের গিয়ে বলুন- “এক পুরুষ মূল্য না নিয়ে স্বহস্তে দিতে চায়, এতে আপনারা অন্যথা ভাববেন না, আপনারাও আমার সৎকার্যের সঙ্গী হউন।”

তৎপর তিনি বাড়ী হতে আসার সময় বাজার করার জন্য যে এক মাসা এনেছিলেন তাদ্বারা পঞ্চকটু<sup>২</sup> কিনে চূর্ণ করলেন। মধুপটল নিষ্পীড়ন করতঃ এক পদ্মপত্রে মধু গ্রহণ পূর্বক পঞ্চকটু চূর্ণ মিশালেন ও পরিশ্রুত করলেন। তৎপর বুদ্ধের সমীপে গিয়ে বললেন, ভগবান, দরিদ্রের এ উপহার অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন। ভগবান চারি মহারাজ প্রদত্ত পাত্রে ঐ মধু নিয়ে অধিষ্ঠান করলেন যে “এ মধু ৬৮ লক্ষ ভিক্ষুকে দিলেও নিঃশেষ না হোক”। কুলপুত্র বুদ্ধের ভোজনান্তে তাঁর নিকট গমন পূর্বক বন্দনা করতঃ বললেন- ভগবান, আজ বন্ধুমতী নগরবাসীদের দান সচক্ষে দেখলাম। আমি যে দান করেছি, এ দানের ফলে লাভ যশের যেন ভাগী হতে পারি। ভগবান আশীর্বাদ করলেন “তাই হোক”এ কথা বলে তাঁর ও নগরবাসীদের দান অনুমোদন করলেন।

১. কার্ষাপণ : সে যুগের (বিনিময়) বড় মুদ্রা (Coin) এবং মাসা ছোট মুদ্রা।

২. স্বাদ (Taste) : অম্ল-মধু-তিক্ত-কষা-লবণ-কটু।

## মহাপুণ্যবান-তেজবান সীবলীর জন্মকথা

প্রাচীন ভারতে বৈশালী নামক এক বিশাল নগর ছিল। ঐ রাজ্যে কোন প্রকার অভাব ছিল না। ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা ঐ রাজ্যের একটি বিশ্বখ্যাত শক্তিশালী জাতি ছিল তার নাম লিচ্ছবি। তারা বুদ্ধ নির্দেশিত সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম পালন করে চলত। লিচ্ছবিগণ সবসময় গণতন্ত্র মেনে চলাফেরা করত এবং নির্বিঘ্নে রাজ্য পরিচালনা করত। এ কারণে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ ভুলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে সুখে বসবাস করত। কোন প্রকার অভাব অনটন ছিল না। বৈশালী নগরের জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার হিংসা বিদ্বেষ ছিল না। লিচ্ছবি জাতির পবিত্র জীবন যাপন লক্ষ্য করে এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার রীতি দেখে রক্ষাকারী দেবতাগণ ঐ রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। এই সুন্দর জীবন যাপনের কারণে সুদেবতার আশীর্বাদ প্রভাবে বৈশালী নগরীর নারী পুরুষ দেবোপম কান্তি রূপ দেহ লাভ করেছিল। সে ধর্মরাজ্যের রাজপুত্র ছিলেন মহালী কুমার, তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। ধর্মে-কর্মে তাঁর সমতুল্য ঐ যুগে ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এত দৃঢ় মতির লোক আর ছিলেন না। তিনি বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করতঃ দিব্যজ্ঞান লাভ করেন।

অন্যদিকে কোলীয় রাজার দুহিতা সুপ্রবাসা ছিলেন পরমা সুন্দরী-রূপেগুণে তাঁকে তিলোত্তমা বিদ্যাধরী আখ্যা দিলেও অত্যাক্তি হতো না। একদা সুপ্রবাসা বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করতঃ অনিত্য সংসারের অসার কর্মকাণ্ড উপলব্ধি করে নির্বাণই পরম সুখ হৃদয়ঙ্গম করলেন।

পূর্ব জন্মের কর্মফল ও বর্তমান সুকৃতির প্রভাবে মহালী কুমারও তিলোত্তমা সুন্দরী সুপ্রবাসার মহামিলন সংঘটিত হয়। এই শুভ পরিণয় যেন সোনায়ে সোহাগা, এই মিলন যেন মনি কাঞ্চনের সমন্বয়। তাঁরা দুজনকে দেবদেবীর আসনে রেখে প্রতিবেশীরা শ্রদ্ধা করত আর সমাদর করত ও সম্মান জানাত। বুদ্ধের ধর্মে প্রচলিত আছে ধার্মিক পিতা-মাতার ঘরে পুণ্যবান, তেজবান-বীর্যবান ও পারমীবান মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন। যেদিন সুপ্রবাসা

গর্ভবতী হলেন সে থেকেই তাদের গৃহে নানা রকম উপহার আসতে থাকে। সকলে বুঝতে পারে যে একজন পুণ্যবান সত্ত্বের আগমন হচ্ছে। দেখা যায় রাশি রাশি বস্ত্র-অলংকার, রাশিরাশি অর্থ এ পুণ্যাত্মা দম্পতির গৃহে আসতে থাকে। সুপ্রবাসা ছাই ধরলে সোনা উৎপন্ন হয়। সুপ্রবাসার হাত স্পর্শ করিয়ে বীজ বপন করলে প্রচুর ফসল উৎপাদন হতে থাকে। প্রতিবেশীরা সুপ্রবাসাকে এক নজর দেখার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করে। শুধু তা'নয় যখন কোন কাজে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুতি নিত পাড়া প্রতিবেশীরা সুপ্রবাসাকে এক নজর দর্শন করে গুরু করত। সবাই জানত সুপ্রবাসাকে দর্শনের কারণে তাদের যাত্রা শুভ হয়েছে। সুপ্রবাসার তথা মহালিকুমারের গৃহে কল কল নাদিনী স্রোতের ন্যায় ধন সম্পত্তি জমা হতে থাকে এবং সুপ্রবাসাকে স্পর্শ করিয়ে যখন শস্যাদি আড়তে রাখা হতো তা আর কখনো নিঃশেষ হতো না।

পাড়া-প্রতিবেশী এবং দূরের গ্রামবাসীরাও এ দৃশ্য অবলোকন করে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। সকলের ধারণা ধার্মিক দম্পতির গর্ভপুত্র যেন স্পর্শমণি। উৎসব মুখর মহাখুশীর দিন ক্রমে দশমাস দশদিন গত হলেও পুত্রধন ভূমিষ্ঠ না হওয়াতে সকলে প্রমাদ গুণতে থাকে। সকলের মনে একটা আতংক সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বৈশালীবাসীরা ঘরে ধনধান্য আগমনের ফলে মহাখুশী মহা আনন্দে দিন অতিবাহিত করতে থাকে। এরূপে সাত বৎসর কেটে যাওয়ার পরও পুণ্যবতী সুপ্রবাসার গর্ভপুত্র ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় বৈশালীর লিচ্ছবিগণ প্রমাদ গনল। কিন্তু কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব কেউ বুঝতে পারল না।

তখন সহস্রাধিক ভিক্ষুসংঘ নিয়ে শাস্তা শ্রাবস্তীর জৈতবনে অবস্থান করতেন। স্রোতাপন্ন সুপ্রবাসা নিয়মিত বুদ্ধ ধর্ম সংঘের শরণ নিয়ে প্রত্যহ দানীয় সামগ্রী বুদ্ধের সন্নিধানে প্রেরণ করতে থাকেন। প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভরে ভগবানের নিকট উত্তম খাদ্যদ্রব্য এবং মহামূল্যবান ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করে থাকেন। সপ্তবর্ষ যাবৎ গর্ভভার কেন বহন করতে হচ্ছে কেউ বুঝতে পারেনা। যেমন কর্ম তেমন ফল, আম গাছে আম কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল, জাম গাছে জাম,

নিম গাছে নিমফল, অর্থাৎ ভাল কাজে ভাল ফল এবং মন্দ কাজে মন্দ ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আমরা অনেকেই জানিনা যে অতীত অতীত জন্মের কর্মের বিপাক সুপ্তাকারে কর্মতত্ত্ব রক্ষিত থাকে এবং সময়ে তা মহীর্নহ আকারে ফল দিতে থাকে। সাত বৎসর গর্ভকাল শেষ হওয়ার পর প্রসব বেদনা শুরু হলো। ক্রমান্বয়ে এতই বৃদ্ধি পেতে থাকে যে প্রসব ব্যথা আর সহ্য করা যায় না। রানী একেবারে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তথাপি সুপ্রবাসা রানী ত্রিরত্নের কথা ভুলতে পারেননা, তিনি স্মরণ করেন এবং ভাবতে থাকেন। “যে ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ এরূপ দুঃখ যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণের জন্য ধর্মদেশনা করে থাকেন, একমাত্র তিনিই এ ভয়ানক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারেন। তাঁর শ্রাবক সংঘ সুপ্রতিপন্ন তাঁরা সম্মার্গে বিচরণ করেন। নির্বাণই পরম সুখ তা লাভ করলে আর এবংবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয় না।” এরূপ চিন্তার দ্বারা সুপ্রবাসা প্রসব যন্ত্রণার মধ্যেও উপশম অনুভব করতে লাগলেন। স্রোতাপন্থা সুপ্রবাসা কোন জন্মের অকুশল কর্মের কারণে এত কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে তা বুঝতে পারলেন না। এ অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি একসময় জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে বিলাপ করতে থাকেন। কাতর আর্তনাদ করে স্বামীকে বলতে থাকেন : আমার কি কেউ নাই। আমি কি কারো নই। এই বলতে বলতে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। পরক্ষণে মাটিতে গড়াগড়ি করতে করতে ভর্তাকে (স্বামীকে) করুণ সুরে বলেন “আমার মৃত্যুর পূর্বে আমি তথাগতকে দান দিতে চাই। আপনি ভগবানের নিকট গিয়ে নিবেদন করুন ভগবানের সেবিকার এমন দুর্গতির কথা বর্ণনা করুন- আমার হয়ে বন্দনা করতঃ বলুন আমার প্রাণ যায় যায়, পরলোকে গিয়ে হলেও যেন আমার সুগতি হয়। অতি শীঘ্র প্রাণনাথ গমন করুন এবং বলুন কোলীয় রাজধীতা সর্বক্ষণ ভগবানের গুণমুগ্ধ হয়ে তথাগতের পদে আশ্রয় নিয়ে থাকেন।” অতঃপর মহালী কুমার ত্বরিতগতিতে জেতবনের দিকে গমন করে জেতবনে উপস্থিত হয়ে ভগবানের শ্রীচরণে বন্দনা করতঃ বললেন “ভগ্নে সুপ্রবাসা কোলীয় কন্যা সাত বৎসর গর্ভধারণ করে এক সপ্তাহ গর্ভ যন্ত্রণায় অস্থির রয়েছেন এখন তীব্র প্রসব বেদনায় বিষম দুঃখ ভোগ করছেন।”



তথাগত বুদ্ধ সুপ্রবাসার করুণ অবস্থার কথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন “সুপ্রবাসা কোলীয় ধীতা সুখিনী নিরোগিনী হয়ে সুস্থ পুত্র প্রসব করুক” এ বলে আশীর্বাদ করা মাত্র সুপ্রবাসা সুখিনী নিরোগিনী হয়ে নিরোগ (সুস্থ) পুত্র প্রসব করলেন। এদিকে যে জ্ঞাতিগণ অশ্রুপূর্ণ ছিল তারা হাসতে হাসতে শুভ সংবাদ জ্ঞাপন মানসে প্রত্যাবর্তনরত রাজার দিকে ধাবিত হলো। রাজা ভাবলেন বোধ হয় বুদ্ধের আশীর্বাদে সুপ্রবাসা নিরাময় হয়ে নিরোগ পুত্র প্রসব করেছেন। রাজবাড়ীতে এসে বুদ্ধের আশীর্বাদ বচন জানালেন। এদিকে সোনার বরণ পুত্র লাভ করে রাজপুরী তথা নগরবাসী জয় জয় ধ্বনি তুলে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলল। রানী একটু প্রকৃতিস্থ একটু স্বাভাবিক হয়ে অমূল্য রতন পুত্রমুখ দর্শন করে আনন্দে আপ্ত হয়ে ত্রিরতনের প্রতি প্রণাম করে বলতে লাগলেন বুদ্ধগুণ অচিন্তনীয়, ধর্মগুণ অচিন্তনীয়, সংঘগুণ অচিন্তনীয়। আজ আমি মহাগুণধর তথাগত বুদ্ধের মহিমায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলাম। এ মহামানব সম্যকসম্বুদ্ধের প্রতি যারা অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল তাদের কর্মের বিপাক কখনও বিপরীত হয় না।”

ইত্যবসরে কোলীয়ধীতার স্বামী মহালী কুমার এসে রানীকে বুদ্ধের অনন্ত গুণের কথা বর্ণনা করার সাথে সাথে রানী অত্যাধিক শ্রদ্ধাশ্রিত হয়ে ভর্তাকে বললেন : আপনি আবার বুদ্ধের নিকট গমন করে আমার হয়ে বলুন আপনার সেবিকা নিজ হস্তে আপনার শিষ্য-প্রশিষ্য তথা শ্রাবক সংঘকে সপ্তাহকাল ধরে সেবা করতে চায়। শ্রদ্ধার সহিত ফাং (নিমন্ত্রণ) করে আরো বলবেন সুপ্রবাসা করুণাঘন বুদ্ধকে নিজ হস্তে পিণ্ডদান করবেন।

মহালী কুমার বুদ্ধের সমীপে অতীব বিনয় করে বন্দনা করতঃ নিবেদন করলেন : দয়া করে মমআবাসে গিয়ে ফাং গ্রহণ করতঃ পিণ্ডপাত গ্রহণ করতে হবে। মহাপ্রভু ভণ্ডে, আপনি জানেন সুপ্রবাসা সাত বছর গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করার পর সাতদিন তীব্র প্রসব যন্ত্রণা ভোগে যখন মরণাপন্ন তখন আপনার আশীর্বাদে তাঁর প্রাণ রক্ষা পেয়েছে এখন তিনি সুখিনী নিরোগিনী হয়ে সুস্থ পুত্র নিয়ে আনন্দে আপ্ত। সপ্তাহকাল পিণ্ডদান এর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতঃ আমাকে ধন্য করুন।

মহাকারণিক তথাগত বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, সে সময় অপর একজন উপাসক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পূর্বেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই উপাসকটি আয়ুস্মান মহামোগ্গল্লায়নের দায়ক, ভগবান মোগ্গল্লায়নকে ডেকে বললেন, উপাসকের কাছে গিয়ে এরূপ বলো : সুপ্রবাসা কোলীয় কন্যা সাত বৎসর গর্ভাবস্থায় থেকে সাতদিন প্রসব যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছিল। সে এখন সুখিনী নীরোগিনী হয়ে নীরোগ পুত্র প্রসব করেছে। তাকে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করার সুযোগ প্রদান করা হোক। তোমার সে উপাসক শেষে পিণ্ডদান করবে। “হাঁ ভণ্ডে” বলে আয়ুস্মান মোগ্গল্লায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়ে সে উপাসকের বাড়ীতে গমন করলেন, গিয়ে উপাসককে বললেন “সুপ্রবাসা কোলীয় রাজকন্যা সাত বৎসর গর্ভিনী থেকে সপ্তাহকাল যন্ত্রণায় অস্থির ছিল। সে এখন সুখিনী নীরোগিনী হয়ে বুদ্ধের আশীর্বাদে নীরোগ পুত্র প্রসব করে সপ্তাহকাল বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে। তার সাত দিনের নিমন্ত্রণ গৃহীত হোক তুমি শেষে পিণ্ডদান করতে পারবে। উত্তরে উপাসক বললেন, যদি হে আর্য মহামোগ্গল্লায়ন আমার ভোগ সম্পত্তি, জীবন ও শ্রদ্ধা এই তিন বিষয়ের প্রতিভূ (জামীন) হন তবে সুপ্রবাসা কোলীয় রাজকন্যা এখন পিণ্ডদান করুক। আমি পিছে করব। সে তিনটি হচ্ছে।

- (১) আমার ভোগ সম্পত্তির যেন কোন অন্তরায় না হয়।
- (২) আমার জীবনের যেন কোন অন্তরায় না ঘটে।
- (৩) আমার শ্রদ্ধা যেন হ্রাস না হয়- অটুট থাকে।

উত্তরে মহামোগ্গল্লায়ন বললেন, “হে উপাসক, আমি তোমার জীবন ও ভোগ সম্পত্তির প্রতিভূ হলাম। শ্রদ্ধার জন্য তুমিই দায়ী। তখন উপাসক বলেন, “যদি ভণ্ডে মহামোগ্গল্লায়ন আপনি জীবন ও সম্পত্তি এ দু’টি বিষয়ের জন্য দায়ী হন। তবে সুপ্রবাসা কোলীয় রাজকন্যা সপ্তাহকাল পিণ্ডদান করুক, আমি শেষে পিণ্ডদান করব।”

অতঃপর আয়ুস্মান মহামোগ্গল্লায়ন উপাসকের সহিত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে বললেন : ভণ্ডে!

উপাসককে বলেছি সুপ্রবাসা সাত দিন পিণ্ডদান করুক এবং সে উপাসক শেষে পিণ্ডদান করবে।

আজ বৈশালী নগরে মহোৎসব-মহানন্দের দিন। মহাকারুণিক শাক্য সিংহ আজ সুপ্রবাসার সপ্তাহব্যাপী দান গ্রহণের উদ্দেশ্যে বৈশালী আগমন করবেন এ খবর জানাজানি হলে নগরবাসী যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-প্রীড় শিশু বালক বালিকা বৃদ্ধ গুণ গেয়ে বের হয়ে পড়ল। গৃহদ্বারে মঙ্গল কলসী স্থাপন করল। মাঝে মাঝে মনোরম মন্ডপ প্রতিষ্ঠা করা হলো, সুবর্ণময় পাত্রে জল নিয়ে পিপাসার্তদেরকে জল দান করতে লাগলো। খাদ্য ভোজ্য হাতে নিয়ে সুন্দরী ললনাগণ নানা রং এর পোশাক পরে বুদ্ধকে স্বাগত জানানোর জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এ অপরূপ শোভা দেখার জন্য এবং মহাকারুণিক বুদ্ধকে এক নজর দেখার জন্য বৈশালী নগরী মহোৎসবে মেতে উঠল।

সুপ্রবাসা তার সোনার পুতুলবৎ সদ্যজাত শিশুকে ক্রোড়ে নিয়ে আনন্দ সাগরে ভাসতে থাকেন। লিচ্ছবি রাজা মহালী কুমার আজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজ ভান্ডার থেকে অবিরত মুক্ত হস্তে দান দিতে থাকেন। আত্মীয় ইষ্ট কুটুম্ব জ্ঞাতিগণ সোনার বরণ পুত্রের মুখ দেখে অপার আনন্দে ভাসতে থাকে। আজ মহা আনন্দ কোলোহলে সকলের মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। সকলের মন যেন সুশীতল হয়ে গেল। তাই সকলের ইচ্ছায় মহালী কুমার শান্ত শিশুর নাম রাখলেন, “সীবলী কুমার”। নব জাতক শিশু হলেও সীবলী কুমার তখন সপ্তম বর্ষ অতিক্রম করেছে পূর্ব জন্মের কুশল হেতুর কারণে নিজের ভালমন্দ ভাববার ক্ষমতা তাঁর হয়েছে, তাই মনে মনে ভাবে মহাপ্রভুর আগমনে তাঁর সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন হবে। ধর্মের রাজ্যে গমন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আজ সংসার রূপ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বুদ্ধ শাসনে গমনের পথ উন্মুক্ত হবে।

এদিকে রাস্তার দুই পাশে সারি সারি নরনারীগণ বুদ্ধের আগমন পথে ঘন ঘন চাইতে থাকে। এমন সময় নগরে কোলাহল শুরু হয় শ্রাবক পরিবেষ্টিত হয়ে পরম করুণাঘন বুদ্ধ ভগবান আস্তে আস্তে রাজবাড়ীর দিকে এগোতে

থাকেন। মঙ্গল ধ্বনি সহকারে বৈশালী নগরব্যাপী আনন্দ ধ্বনি দিয়ে কেউ নাচে, কেউ গায় বুদ্ধের দরশন পেয়ে সাধুবাদ সহকারে বুদ্ধকে শুভেচ্ছা স্বাগত জানায়। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের পাছে পাছে অসংখ্য জনস্রোত রাজবাড়ীর দিকে এগুতে থাকে এবং পরম আরাধ্য ভগবান দৈব সাজে সজ্জিত তার নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করার পর চতুঃপার্শ্বে শ্রাবকসংঘ যেন আকাশে বহু তারকার মাঝখানে উজ্জ্বল চাঁদের মতো শোভা পেতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে জনতা সাধুবাদ সহকারে বুদ্ধকে বরণ করে নিল। সর্বপ্রথম রাজা মহালী কুমার স্ত্রী সুপ্রবাসাকে নিয়ে বুদ্ধকে বন্দনা জানালেন এবং জোড় হাতে মহাকারুণিক বুদ্ধের অনন্ত গুণ বর্ণনা করে ভগবানকে বললেন, “আপনার আশীর্বাদ পেয়ে আপনার সেবিকা সুপ্রবাসা এবং সীবলী কুমার রক্ষা পেয়েছে, অচিন্তনীয় গুণের অধিকারী ভগবান আপনার আগমনে আমার রাজধানী পবিত্র হয়েছে, আমার নগরবাসী ধন্য হয়েছে।

অতঃপর মহালীকুমার ও সুপ্রবাসা নিজ হস্তে ত্রাণকর্তা বুদ্ধকে উত্তম খাদ্য (ভোজ্য) পরিবেশনের মাধ্যমে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পূজা করেন। আহারকৃত্য সমাপন হলে রানী সুপ্রবাসা শিশু পুত্র সহ পুনঃ আগমন করতঃ পুত্রকে দিয়ে করজোড়ে বন্দনা করালেন। সপ্তদিবস পর ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পুত্র সীবলীকে দিয়ে বন্দনা করান হলো।

আয়ুত্মান সারিপুত্র সীবলীকে জিজ্ঞাসা করলেন “বৎস তোমার গর্ভবাস সহ্য হয়েছিল কি? তুমি গর্ভে সুখে যাপন করতে পেরেছিলে কি? তোমার কোন দুঃখ হয়নি তো?”

উত্তরে ছেলে বলল “ভগ্নে, আমার কিরূপে সহ্য হবে! সাত বছর ধরে আমার রক্ত কুন্ডে বাস হয়েছে। অসহ্য অনন্ত দুঃখময় গর্ভ কারাগার। লৌহ কুন্ডী নরকে যে দুঃখের বর্ণনা আছে মাতৃগর্ভে তৎপেক্ষা যন্ত্রণা কম নয়। তারপর ধর্মসেনাপতি আস্তে আস্তে বলতে থাকেন, “সীবলী সজ্ঞানে জন্ম দুঃখ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে। জন্ম-জরা-মৃত্যু রূপ কঠোর দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হওয়া। একমাত্র বুদ্ধ ধর্ম সংঘের শরণ গ্রহণ করলেই লৌকিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। নির্বাণ সুখ

পেতে হলে তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হবে। তুমি রাজি আছ কি?”  
উত্তরে সীবলী বললেন, “প্রভু সত্য সাধনার ধন প্রব্রজ্যাই গ্রহণ করবো।  
মাত্র সাত দিন বয়স্ক ছেলে ধর্মসেনাপতির সাথে ধর্মালাপ করতে দেখে  
আনন্দিত মনে সুপ্রবাসা সারিপুত্র স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করেন : প্রভু শিশু কি  
বলল? স্থবির বলেন, প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করতে চায় যদি আপনি অনুমতি  
দেন তবে তার পথ সুগম হয়।” ইহা শুনে সুপ্রবাসা মহা আহলাদে স্থবিরকে  
নিবেদন করেন আমার সম্ভানের প্রব্রজ্যা লাভ করা আমার বড় পুণ্যের প্রভাব  
আমার সৌভাগ্যের কারণ। সীবলীকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন।

ইত্যবসরে তথাগত বুদ্ধ বৈশালী বিহারে অবস্থান করছিলেন। ধর্ম সেনাপতি  
অষ্ট পরিষ্কারসহ সীবলী কুমারকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধ যেখানে অবস্থান করছেন  
সেখানে উপস্থিত হন। অগ্রশ্রাবক প্রথমে সীবলীকে আদি কর্মস্থান দিয়ে  
বলেন “সীবলী তুমি যে গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করেছ তার অসহ্য অসীম দুঃখ  
স্মরণ করে অশুচিপূর্ণ মল মূত্রাধার এতে কোনরূপ পবিত্রতা নাই আমি  
আমার বলে কিছু নাই। সবই অনিত্য, সবই দুঃখ, সবই অনাত্ম, ইহলোকে  
জনগণ অসারকে সার মনে করে দুঃখকে সুখ মনে করে ঘুরপাক খাচ্ছে,  
তুমি বার বার এই দুঃখের কথা ভাবতে থাকো, তুমি নিদারুণ গর্ভবাস  
যন্ত্রণা স্মরণ করে অর্হত্ব লাভের চেষ্টা কর।” এ ভাবনায় মস্তক মুগুনকালে  
ক্ষুরের প্রথম টানে স্রোতাপন্ন, ২য় টানে স্কৃদাগামী, তৃতীয় টানে অনাগামী  
ও ৪র্থ টানে অর্হত্ব শেষে মার্গফল লাভ করেন। যখন থেকে সীবলী অর্হত্ব  
ফল লাভ করে ভিক্ষুসংঘের সাথে মিলিত হয়ে চলতে শুরু করেন তখন  
থেকে ভিক্ষুসংঘের আর কোন কিছুই অভাব রইল না। সকলে অবাধ হয়ে  
ভাবেন, কী করে সীবলী যে দিকে গমন করেন বৃষ্টি ধারার ন্যায় দানীয়  
সামগ্রী বর্ষিত হয়ে থাকে।

সুপ্রবাসা ধার্মিক পুত্রের মা হতে পেরে অতিশয় আনন্দ উল্লাস করছেন।  
এক পর্যায়ে সীবলী প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানের পর ভগবান সুপ্রবাসাকে হৃষ্টতুষ্টি  
হতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “সুপ্রবাসা, তুমি এরূপ পুত্র আরো চাও কি?”  
উত্তরে বললেন, “ভগ্নে ভগবান আমি এরূপ আরো সাতপুত্র চাই।” পুত্রের

কথা শুনে সাতদিন গর্ভজনিত বিষম যন্ত্রণার কথা সব একদিনের পুত্র লোলুপতায় ভুলে গেলেন। এ লোলুপতাই তৃষ্ণা-যার দ্বারা দুঃখময় সংসারকেও প্রমত্ত জড়িয়ে ধরছে। এ সত্যার্থ অবগত হয়ে ভগবান তৎকালে এ প্রীতি গাথা উচ্চারণ করলেন।

অসাতং সাতরূপেন-পিয় রূপেন অপিয়ং।  
 দুকখং সুখস্ং রূপেন পমত্ত মতিবৎতী তি  
 অমধুর মধুর রূপে - শত্রু মিত্র রূপ ধরে।  
 দুঃখ এসে সুখের বেশে মত্তজনে যায় দলিয়ে।

## কিছুদিন পরের কথা

তখন ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে ছিলেন, সীবলী শাস্তার নিকট গিয়ে বললেন: “ভক্তে আমাকে পঞ্চশত ভিক্ষু প্রদান করুন। আমার পুণ্য পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করি।” একথা শুনে মহাপ্রভু বুদ্ধ ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষুকে ডেকে সীবলী অর্হত্বের সঙ্গে দিলেন।

অতঃপর সীবলী পঞ্চশত ভিক্ষুসহ হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করলেন। গভীর অরণ্যে হিংস্র প্রাণী পরিপূর্ণ অতি ভয়ঙ্কর গিরিপথ দিয়ে যেতে লাগলেন। অরণ্য নিবাসী রক্ষাকারী দেবদেবীগণ মহান সীবলীর আগমনে উল্লসিত হয়ে সাধুবাদ দিতে থাকেন এবং নানা প্রকার খাদ্য ভোজ্য দিয়ে পঞ্চশত ভিক্ষুসহ মহালাভী সীবলীকে পূজা করতে লাগলেন। প্রথমে নিগ্রোধ বনে এক বটবৃক্ষ মূলে ভিক্ষুগণ সহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় বৃক্ষবাসী দেবতাগণ উৎসব সহকারে সপ্তাহব্যাপী ভিক্ষুসংঘকে পূজা করতে থাকেন। অতঃপর পাণ্ডব পর্বতে চলে গেলেন তথায় দেবদেবী কিন্নর কিন্নরী সীবলীর জয়ধ্বনি করে গুণকীর্তন করতঃ সপ্তাহব্যাপী মহান্নদান সমাপন করেন। তৎপর ভিক্ষুসংঘ সহ মহালাভী সীবলী অচিরাবতী নদী তীরে গমন করলে তথাকার নদীবাসী নাগগণ অতি আনন্দিত হরষিত হয়ে সপ্তাহব্যাপী নানা

উত্তম উপাচারে পূজা করেন। অতঃপর ভিক্ষুসংঘ সহ সাগর তীরে গমন করলে সাগর বাসী দেবতাগণ স্বাগত জানিয়ে তাদের আবাস স্থলে নিয়ে যান এবং সপ্তাহব্যাপী নানা উত্তম উপাচারে পূজা করেন। ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে হিমালয়ে উপনীত হলেন দেখে হিমালয়বাসী দেবদেবী অম্পরা অম্পরা গন্ধর্ব কিন্নর কিন্নরীগণ সপ্তাহ ধরে মহাদান করেন। অবশেষে ভিক্ষুগণসহ তেজবান মহালাভী সীবলী গন্ধমাদন পর্বতের নাগদত্ত দেবরাজ এর বাসভবনে গমনের পর নাগদত্ত পুরবাসী যখন বুদ্ধপুত্র মহালাভী সীবলীর পরিচয় পেলেন তখন মঙ্গল বাদ্য-বাজনার মাধ্যমে নানাবিধ উপাচারে পূজা করেন। নাগদত্ত দেবরাজ ছিলেন মহাঋদ্ধিমান। সপ্তাহব্যাপী সাত রকম পিণ্ডদান করেন। একদিন ঘৃতপক্ক, অন্যদিন দুগ্ধপক্ক, দধিপক্ক আর নবনীত পক্ক অনুদান মহাসমারোহে চলতে থাকে। এত বেশী পরিমাণে দানীয় বস্তুর আয়োজন ছিল যে ভিক্ষুগণ বিমুক্ত হয়ে গেলেন। তখন আবাক বিস্ময়ে নাগদত্ত দেবরাজকে ভিক্ষুসংঘ জিজ্ঞাসা করেন, “এখানে কোন দুগ্ধদানকারী গাভী দেখছিনা, কোথাও গোচারণ ভূমি দেখি না-কাকেও গাভী দুগ্ধ দোহন করতে দেখতে পাইনা, এত ঘৃত দুগ্ধ দধি নবনীত কোথা থেকে আসে। এতে নাগদত্ত দেবরাজ বলেন “ইহা পূর্ব জন্মার্জিত সুকৃতির ফল, মহান সীবলী দশবল কাশ্যপ বুদ্ধকে একজন্মে ক্ষীরভাত দান করেছিলেন এবং ঐ সুকর্মে আমি সহকর্মী ছিলাম তারই সুফলের কারণে আমি মহা ঋদ্ধিমান হয়েছি এবং মহান সীবলীর সন্নিধানে এত সুমধুর উপদেয় খাদ্য ভোজ্য দান দিতে সক্ষম হয়েছি। উর্বর জমিতে ফসল বপন করলে যেমন আশাতীত ফসল উৎপাদিত হয় তেমনি শ্রদ্ধাবান হয়ে সর্বজ্ঞ দশবল মহা ঋদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধকে এবং অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘকে দান দিলে তা অক্ষয় হয় - জন্মে জন্মে ঐ দানের প্রভাবে মনুষ্য জন্ম লাভ হয় এবং সর্বসুখ ভোগ করে থাকে। যতই করবে দান ততই বাড়বে মান, ততই বাড়বে ধন। উত্তম দানে আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল, যশ বৃদ্ধি পায় এ দান পারমীপূর্ণ হলে এবং অন্যান্য সুকৃতির প্রভাবে অস্তিমে নির্বাণ সাক্ষাৎ সম্ভব হয়।

মহাকারণিক বুদ্ধ কর্তৃক সীবলী স্থবিরকে লাভীশ্রেষ্ঠ পদ দানও রেবত স্থবিরকে খদির বন থেকে আনয়নার্থে ত্রিশ সহস্র ভিক্ষুসহ বুদ্ধের কণ্ঠকারণ্যে গমন :

বুদ্ধের ধর্মসেনাপতি বা অগ্রশ্রাবক ছিলেন সারিপুত্ত । তাঁর মাতার নাম ছিল রূপসারি । তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন । প্রথম তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত এবং পরে ব্রাহ্মণীর পুত্র কন্যাগণ বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়ে গৃহত্যাগ করতঃ দুর্লভ প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ।

রূপসারি একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র রেবতকে নিয়ে দিনযাপন করতে থাকেন । সারিপুত্তের কারণে পুত্র কন্যাগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় রূপসারি ব্রাহ্মণী সারিপুত্তের প্রতি সবসময় ক্ষেপে থাকেন এবং গালিগালাজ করেন । আবার একমাত্র পুত্র রেবতকেও হারাবার ভয়ে গৃহে আবদ্ধ রাখার জন্য অল্প বয়সে বিয়ে দেয়ার চিন্তা করেন । রেবতের মাতা ভাবতে থাকেন একমাত্র সবেধর নীলমনি রেবত যদি গৃহত্যাগ করে যায় ব্রাহ্মণী কি নিয়ে বেঁচে থাকবেন আর তাঁর নিকট গচ্ছিত ৮০ (আশি) কোটি ধন তাঁর কি কাজে লাগবে । অন্যদিকে ধর্মসেনাপতি যে স্থানে গমন করেন ভিক্ষুগণকে নির্দেশ দেন "যদি তাঁর অনুজ রেবত কুমার গৃহত্যাগ করে আসে তবে তাঁরা যেন রেবত কুমারকে প্রব্রজ্যা দান করতে কোন বিনয় সম্মত বাধা মনে না করে । তিনিই তার প্রতিভূ হবেন । মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন মা নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পুত্রকে মমতার অভিনয় দেখিয়ে দুঃখ থেকে মুক্তিতে বাধার সৃষ্টি করছে । ভিক্ষুগণকে আরও বলেন এতে কোন পাপ হবেনা বরং পুণ্যই লাভ হবে ।"

এদিকে রেবত কুমারের পূর্ব জন্মের কুশল কর্মের প্রভাব ছিল অতীব প্রবল । তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে হংসবতী নগরে এক তীর্থ নাবিককূলে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি মহাগঙ্গার প্রয়াগতীর্থে লোকজন নদী পার করতেন । একদা সশ্রাবক বুদ্ধ নদী তীরে উপস্থিত হলে অতিশয় পূজা সৎকারপূর্বক প্রসন্নচিত্তে তিনি বুদ্ধকে নদী পার করেছিলেন । তখন বুদ্ধ একজন ভিক্ষুকে শ্রেষ্ঠ অরণ্য বিহারী পদ দান করেন দেখতে পেয়ে নাবিক মহাদান দিয়ে জন্মান্তরে এপদ প্রার্থনা করেন । বুদ্ধ বলেন 'তা হোক' ।



রেবতের মাতা রূপসারি তড়িঘড়ি করে রেবত কুমারের বিবাহ উৎসবের আয়োজন করতঃ ভিন্ন গ্রামের রূপসী কন্যার সাথে মহামিলন করান এবং বিবাহ উৎসব সমাপ্ত করে রেবত কুমার যখন বাড়ী ফিরছিলেন তার মনে কত রঙিন স্বপ্ন! পরমা সুন্দরী স্ত্রী তাঁর আজীবন সঙ্গিনী হবে। কত আনন্দে দিন কাটবে। এমনি সময়ে রেবত কুমার শিবিকা হতে পথে দেখতে পায় লোলচর্মা এক বৃদ্ধা থরথর করে কাঁপছে, ভগ্নদন্ত পক্ষকেশ লাঠি হাতে ঢলে পড়তে চায়। তার মুখের ছবি এত বিকৃত যে তাকে মানুষ বলেও মনে হয়না, আবার পশু বলে মনে হয় না। এমন অদ্ভুত প্রাণী অবলোকন করে সহযাত্রীদের জিজ্ঞাসা করেন, বন্ধুগণ বলুন কি প্রকারের প্রাণী তার বংশের সবাই কি ঐরূপ হয়? এ প্রশ্ন শুনে সঙ্গীগণ রেবত কুমারকে আস্তে আস্তে বলতে থাকেন : “এ পৃথিবীতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করবেন তাঁদের সবাইকে ঐরূপ বিকৃত মূর্তির পরিণতি ভোগ করতে হবে। ‘জন্মিলে মরিতে হবে অমর নাহি কেহ ভবে’। জরা ব্যাধি মৃত্যু জীব জগতের স্বভাব ধর্ম। এ দুর্গতির কবল থেকে কেহ মুক্তি পাবে না। আপনার এবং আমরা সবাইর এ গতি হবে।”

তখন রেবত কুমার একেবারে ভেঙ্গে পড়ে কাতর স্বরে জিজ্ঞেস করেন, বন্ধুবর আমার জীবনসঙ্গিনী পরমা সুন্দরী প্রিয়ারও কি এ গতি হবে? উত্তরে সঙ্গীগণ বলেন, “জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু বিশ্বের বিধান। তোমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রীরও এ গতি হবে- যতদিন প্রমত্ত থাকবে যতদিন অপ্রমত্ত ভাবে তৃষ্ণাক্ষয়ের চেষ্টার দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ না হবে ততদিন পর্যন্ত এ অবস্থা থেকে ত্রাণ পাবে না। সংসারে দুঃখ আছে, দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে। সংসারের মায়া কাটিয়ে অনাগারিক ব্রহ্মচর্য জীবন যাপনই উৎকৃষ্ট পন্থা, অনিত্য সংসারে সবই অসার, সবই তুচ্ছ”। রেবত ভাবে, আমার অগ্রজ উপতিষ্য সংসারের দুর্গতির কথা অনেক আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাই তিনি আজ মুক্ত পুরুষ, তিনি শ্রেষ্ঠ পিতার আশি কোটি ধন তুচ্ছ জ্ঞান করে থুথু লালার ন্যায় বমি করে দিয়ে আজ মার্গফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমি কেন এ থুথু লালা গিলতে যাব, ‘আমি পালাব’ এ চিন্তা করে শিবিকা

বহনকারীকে থামাতে বলল এবং পেটে হাত দিয়ে পেট কামড়ির ভাণ করে বার বার মল ত্যাগের জন্য জঙ্গলে গমন করতঃ সুযোগ বুঝে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উষ্কার ন্যায় দৌড়ে গভীর অরণ্যে গিয়ে অরণ্যবাসী গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতঃ সমথ ভাবনায় রত হলো। এদিকে বরযাত্রী আর শিবিকা বহনকারী সকলে জঙ্গলের চারিদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল অন্যদিকে রেবত বিদর্শন ভাবনায় সফল হয়ে অর্হত্ব মার্গফল লাভ করেন। এ খবর শাস্তা শ্রাবস্তীতে থাকা অবস্থায় রেবতের এ অর্জন এর বিষয় দিব্যজ্ঞানে জানতে পেরে ত্রিশ সহস্র ভিক্ষু সমভিব্যাহারে কঠক অরণ্যে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঐ জনমানব শূন্য গভীর কঠক অরণ্যে ভিক্ষুসংঘের আহারের বিষয় চিন্তা করে মহান সীবলীকে আহ্বান করে বুদ্ধ বললেন : আবার তোমার পুণ্য পরীক্ষা করা হবে, তোমাকে ত্রিশ হাজার ভিক্ষুর অগ্রভাবে থেকে গহীন বনে চলতে হবে। তদ্রূপে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ চলতে থাকেন। সীবলীসহ বুদ্ধের আগমন বার্তা শুনে অগণিত দেবদেবী কিন্নর কিন্নরী আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে ধ্বনি তোলেন ‘বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি- ধম্মং সরণং গচ্ছামি - সংঘং সরণং গচ্ছামি’। সে সঙ্গে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ কিন্নরীগণ পথের দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি ধারার ন্যায় ভিক্ষুসংঘকে দান দিতে থাকে। খাদ্য ভোজ্য এমনভাবে দিতে থাকে যে মহান সীবলীর ভিক্ষাপাত্র সর্বক্ষণ পূর্ণ থাকে আর ঐ পাত্র থেকে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে অবিরত দেয়ার পরও অফুরন্ত হয়, কখনো নিঃশেষ হয় না। এমনি করে যখন রেবত স্থবিরের নিকট পৌঁছেন তথাকার নাগ-যক্ষ-দেবদেবী কিন্নর কিন্নরী সাধুবাদ সহকারে বুদ্ধকে এবং মহান সীবলীর সঙ্গে ভিক্ষুসংঘকে সাদরে বরণ করে নিলেন আর ঋণাধারার ন্যায় দেবতার দান দিতে থাকে। যেখানে জনমানবশূন্য গহীন অরণ্যে হাটবাজারের চিহ্ন নাই লোকালয় নাই অথচ দেবভোগ্য খাদ্যদ্রব্য অগণিত আসতে থাকে। অতঃপর কতিপয় দিন তথায় অবস্থান করতঃ রেবত স্থবিরকে সঙ্গে নিয়ে তথাগত বুদ্ধ পুনরায় সীবলীকে অগ্রস্থানে রেখে শ্রাবস্তীতে ফিরে আসেন। জেতবনে আগমনের পরে ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসংঘ বিস্ময় প্রকাশ করে

আলোচনা করতে থাকেন সীবলীর এই আশ্চর্যজনক গুণের বিষয় যেখানে কিছুই না পাওয়ার কথা সেখানে ফলুধারার ন্যায় দান সামগ্রী প্রাপ্তি এক অভাবনীয় ঘটনা। সে সময় তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষু সমাবেশে উপস্থিত হয়ে মহান সীবলীকে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে লাভীশ্রেষ্ঠ বলে উপাধি প্রদান করেন। এ ঘোষণা হবার সাথে সাথে দেবতারা এবং ভিক্ষুসংঘ একত্রে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সাধুবাদ প্রদান করেন।

মহাকারুণিক সম্যক সম্বুদ্ধ আরো বলেন : মহালাভী সীবলীকে যাঁরা সব সময় স্মরণে রাখবেন তাদের কখনো অভাব অনটন থাকবে না। যাঁরা নিয়মিত সীবলী পূজা করবেন তাঁরা কখনো গ্রহদোষে আক্রান্ত হবেন না। কখনো বিপদগ্রস্ত হবেন না। সর্বজ্ঞ বুদ্ধের বাণী কখনো মিথ্যা হয় না।

সক্কে সত্তা সুখিতা ভবন্ত ।

## সীবলী পরিভ্রং

পুরেত্তং পারমী সৰ্বা সৰ্ব পচেচকনাযকা,  
সীবলী গুণতেজেন পরিভ্রং তং ভণাম হে;  
(নজালিতীতি জালিতাবী আ, ঈ, উ, আম ইশ্বাহা বুদ্ধসামি বুদ্ধসত্যম্)  
পদুমুত্তরো নাম জিনো সৰ্ব ধম্মেসু, চক্খুমা,  
ইতো সতসহসমহি কপ্পে উপ্পজ্জি নাযকো ।  
সীবলী চ মহাথেরো সোরহো পচ্চযাদিনং,  
পিযো দেব-মনুসসানং পিযো ব্রাহ্মণমুত্তমং;  
পিযো নাগ সুপন্নানং পীণিন্দ্রিয়ং নমামহং ।  
নাসং সীমো চ মোসীসং নামজালীতি সংজলিং,  
সদেব-মনুস্স পুজিতং সৰ্বলাভা ভবন্ত মে ।  
সত্তাঙ্গং দ্বারমূলেহাহং মহাদুক্ খসমপ্পিতো,  
মাতা মে ছন্দদানেন এবমাসি সুদুকিখতা ।  
কেসেসু ছিজ্জমানেসু অরহত্তমপাপুণিং,  
দেব নাগ-মনুস্সা চ পচ্চযানুপনেত্তি মে ।  
পদুমুত্তর নামঞ্চ বিপস্সিং চ বিনাষকং,  
সংপূজযিং পমুদিতো পচ্চযেহি বিস্বেসতো ।  
ততো তেসং বিসেসেন কম্মানং বিপুলুত্তমং,  
লাভং লভামি সৰ্বথ বনে গামে জলে থলে ।  
তদা দেবো পণীভেহি মমথায় মহামতি,  
পচ্চযেহি মহাবীরো সসংঘো লোকনাযকো ।  
উপটিঠতো মযা বুদ্ধো গত্ত্বা রেবতমন্দস,  
ততো জেতবনং গত্ত্বা এতদগ্গে ঠপেসি মং ।  
রেবতং দস্সনথায় যদা যাতি বিনাযকে,  
তিংস ভিক্কুসহস্বেসহি সহ লোকগ্গনাযকো ।

- ১২। লাভীনং সীবলী আগ্নো মম সিস্সেসু ভিক্খবো,  
সব্বলোকহিতো সথা কিত্ত্বী পরিসাসু মং।
- ১৩। কিলেসা ঝাপিতা ময়হং ভবা সবেষ সমুহতা,  
নাগোব বন্ধনং ছেত্তা বিহরামি অনাসবো।
- ১৪। সাগতং বত মে আসি বুদ্ধসেট্ঠস্স সত্তিকং,  
তিস্সো বিজ্জা অনুঙ্গপত্তো কতং বুদ্ধস্স সাসনং।
- ১৫। পটিসম্ভিদা চতস্সো চ বিমোক্খাপি চ অট্ঠিমে,  
ছলভিঞা সচ্চিকতা কতং বুদ্ধস্স সাসনং।
- ১৬। বুদ্ধপুত্তো মহাথেরো সীবলী জিনসাবকো।  
উগ্গতেজো মহাবীরো তেজসা জিনসাসনং।
- ১৭। রক্খত্তা সীলতেজেন ধনবত্তো যসস্সিনো,  
এবং তেজানুভাবেন সদা রক্খন্তু সীবলী।
- ১৮। কল্পট্ঠাযীতি বুদ্ধস্স বোধিমূলে নিসীদযী,  
মারসেনপ্পদমত্তো সদা রুক্খন্তু সীবলী।
- ১৯। দসপারমিতপ্পত্তো পব্বজী জিনসাসনে,  
গোতমং সাক্যপুত্তোসি থেরেন মম সীবলী।
- ২০। মহাসাবকা অসীতীসু পুন্নথেরো যসস্সিনো,  
ভবভোগে অগ্গলাভীসু উত্তমঙ্গেন সীবলী।
- ২১। এবং অচিত্তিয়া বুদ্ধা-ধম্মা অচিত্তিয়া,  
অচিত্তিয়েসু পসন্নানং বিপাকো হোতি অচিত্তিয়ো।
- ২২। তেসং সচ্ছেন সীলেন খত্তি মেত্তবলেন চ,  
তেপি মং অনুরক্খন্তু সব্বদুক্খিনাসং।
- ২৩। তেসং সচ্ছেন সীলেন খত্তি মেত্তবলেন চ,  
তেপি মং অনুরক্খন্তু সব্বভয়বিনাসনং।
- ২৪। তেসং সচ্ছেন সীলেন খত্তি মেত্তবলেন চ,  
তেপি মং অনুরক্খন্তু সব্বরোগবিনাসনং।

## বঙ্গানুবাদ

- ১। মহাজ্ঞানী বুদ্ধশিষ্যগণ সকলেই শ্রাবকপারমী পূর্ণ করিয়াছেন। সীবলীর পারমীগুণ-তেজসম্পন্ন সেই পরিব্রাজ্য পাঠ করিতেছি। (বন্ধনীস্থিত বিষয়গুলির অর্থ সুবোধ্য নহে, সম্ভবতঃ এইগুলি সীবলীর গুণপ্রকাশ সাংকেতিক শব্দ)।
- ২। সর্ববিধ স্বভাবধর্মে চক্ষুস্মান পদুমুত্তর নামক জিন এই হইতে লক্ষকল্প পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।
- ৩। সেই সীবলী মহাস্থবির চতুর্বিধ প্রত্যয়াদি পাইবার যোগ্য মহাপুরুষ। তিনি দেব-মানবগণের, উত্তম ব্রহ্মাগণের ও নাগসুপর্ণগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেই পীণেন্দ্রিয় মহাপুরুষকে আমি নমস্কার করিতেছি।
- ৪। তিনি দেব-মনুষ্যগণের পূজিত, তাঁহার গুণ প্রকাশ 'নাসং সীমো চা মোসীসং, নামজালীতি সংজলিং' এই বাক্যের প্রভাবে আমার সকল বিষয় লাভ হইক।
- ৫। 'আমি ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সপ্তাহকাল মাতৃযোনিতে মহাদুঃখ পাইয়াছি। আমার মাতাও এরূপ মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছেন।
- ৬। আমি প্রব্রজ্যার জন্য কেশচ্ছেদনের সময় অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। দেব নাগ-মনুষ্যগণ আমার জন্য উপকরণ যোগাইয়া থাকেন।
- ৭। আমি পদুমুত্তর ও বিপশ্বি নামক বিনয়িক বুদ্ধকে বিশেষ বিশেষ বস্ত্রদ্বারা সন্তুষ্ট চিত্তে পূজা করিয়াছিলাম।
- ৮। তাঁহাদের বিশিষ্টতা ও বিপুল উত্তম কর্মের প্রভাবে আমি বনে-গ্রামে, জলে ও স্থলে সর্বত্র প্রয়োজনীয় বস্ত্র লাভ করিয়া থাকি।
- ৯/১০। তখন দেবগণ আমার জন্য উত্তম বস্ত্র আনিয়াছিলেন, আমি সেই উপকরণের দ্বারা ভিক্ষুসংঘ ও লোকনায়ক বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলাম। ভগবান বুদ্ধ রেবত স্থবিরকে দর্শন করিতে গিয়া সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাকে লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করিলেন।

- ১১/১২। জগতের অগ্রনায়ক বুদ্ধ ত্রিশ হাজার ভিক্ষুসহ যখন রেবত স্থবিরকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন সর্বলোকহিতৈষী শান্ত ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন- 'হে ভিক্ষুগণ, আমার লাভী শিষ্যদের মধ্যে সীবলীই শ্রেষ্ঠ' এই বলিয়া পরিষদের মধ্যে আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন।
- ১৩। আমার কলুষ দক্ষ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ভব (অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ) বিনষ্ট হইয়াছে। আমি বন্ধনচ্ছিন্ন হস্তীতুল্য সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি।
- ১৪। ভগবান বুদ্ধের চরণতলে আগমন আমার পক্ষে 'স্বাগতম' অর্থাৎ সুন্দর আগমন হইয়াছে, আমি ত্রিবিদ্যা লাভ করিয়া বুদ্ধনীতি প্রতিপালন করিয়াছি।
- ১৫। আমি চারি প্রতिसম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড় অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া বুদ্ধশাসন রক্ষা করিয়াছি।
- ১৬/১৭। বুদ্ধপুত্র, জিনশ্রাবক, মহাতেজী, মহাবীর, মহাশ্ববির সীবলী নিজের শীলতেজে জিন-শাসন রক্ষা করিয়া যশস্বী ধনবান সদৃশ ছিলেন। এই শক্তিপ্রভাবে সীবলী সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।
- ১৮। বুদ্ধ মারসৈন্য পরাজয় করিবার জন্য কল্পকালস্থায়ী বোধিদ্রুম মূলে উপবেশন করিয়াছিলেন (সেই সত্যবাক্যের প্রভাবে) সীবলী সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।
- ১৯। আমার (একান্ত পূজনীয়) সীবলী শ্ববির দশবিধ পারমিতা পূর্ণ করিয়া গৌতম-জিনশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক শাক্যপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছেন।
- ২০। ভগবান বুদ্ধের অশীতিজন মহাশ্রাবকের মধ্যে পুন শ্ববির যশস্বী এবং ভোগ্যবস্তু লাভীর মধ্যে সীবলী শ্ববির অগ্রলাভী। তাঁহাদিগকে আমি অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।
- ২১। বুদ্ধগুণ অচিন্ত্যনীয়, বুদ্ধধর্ম অচিন্ত্যনীয়, এই প্রকার অচিন্ত্যনীয় বিষয়ে যাহারা প্রসন্ন হন, তাঁহাদের প্রসন্নতার ফলও অচিন্ত্যনীয়।
- ২২/২৩/২৪। তাঁহাদের সত্য, শীল, ক্ষান্তি ও মৈত্রীবলের দ্বারা তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন আমার সকল দুঃখ সকল ভয় ও সকল রোগ বিনাশ হউক।

## সীবলী মন্ত্র

- ১। নমো সিদ্ধ সীবলী রাজ পৃথবিয়া সৰ্বতোমেব আকাশে উদকেন নেবিসং  
সং হস্‌সং তস্পি সারেমি সৰ্বলাভং উপেন্তমে ।
- ২। নামামহং মহালাভীং সীবলী নাম অরহন্তং তস্‌স তেজেন সৰ্বলাভং  
উপেন্তমে ।
- ৩। নমো থেরস্‌সয়তো হোতি রস্‌সয়ন্তা পিয়ায়তিরস্‌সয়ন্তি নমো নমঃ ।
- ৪। নমো থেরস্‌সন্তি সোণামকিং মে সুতং এতং সৰ্বনেতি সীবলী তেজানং  
এবং সীবলী নমঃ নবিস্‌সন্তি নমঃ ।
- ৫। নমো তেজনং লোকেন সেট্‌ ঠং নরা সভং এতং তেজেন সেট্‌ ঠং  
নরাহতিং তেজ নমঃ ।
- ৬। নমো সোভিস দিস্‌সন্তি তেজি পিয়স্‌সপতি নমঃ ।
- ৭। নমো জাতি জলাগার বিসদিন আকাশ অহন্তিং ব ঈবদা হন্তিয়স্‌স  
থেরস্‌সতে জয়তে নমঃ ।
- ৮। বুদ্ধং সিংসিং সিদ্ধিং নমো, মুনি মুনি সিরি মুনি মুনি স্বাহা ।

## সীবলী পূজা উৎসর্গ

ইতি পি সো অবহং লাভীনং অগ্‌গো  
সেট্‌ঠো সীবলী নাম মহাথেরং ইমেহি  
নান্যা বিধেহি খজ্জ ভোজ্জ দীপ পুপ্‌ফ ধূপ  
উদকাদীহি পূজোপ চারেহি পূজেমি পূজেমি ।

ইমিনা পূজা সঙ্কারানু ভাবেন যাব  
নিব্বানস্‌স পত্তি তাব জাতি জাতিয়ং  
সুখ-সম্পত্তি সমগ্গি ভূতেন সংসরিত্বা  
নিব্বানং পাপুনিতুং পথনং করোমি ।

ইদং বো এয়াতিনং হোতু সুখিতা হোন্ত ঞ্জাতায় । (৩ বার)



## সীবলী কবচ

ইতিপি	অরহং	সম্মা	বিজ্জা	তস্‌স	সুগ	সং
ইতিপি	অরহং	সম্মা	বিজ্জা	সম্প	সুগ	সং
বিজ্জা	স্‌সং	মদ্ধে	অরহং	নেতা	তো	ওদ্ধ
অরহং	গম	রোপু	লোক	নিসং	থান	স্‌সা
বিদু	অধো	মত্ত	সসয়	নাগ	ধামি	দেবিং
নদ্ধে	ভগবা	অরহং	ধম্মবু	ধম্মা	বিসং	মপি
তনবু	গচ্ছা	নিমিন	মম্বি	সরগ	জেত	সরঙ্গ
দ্ধো	মেঘ	রণ	বন্তি	নমো	সরণ	তেজ

## উপসংহার

(জাতকের কথা)

শাস্তা কুণ্ডিয় নগরের নিকটবর্তী কুণ্ডান বনে অবস্থিত করার সময় একদিন ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় সমবেত হয়ে বলছেন “দেখ আয়ুমান স্থবির সীবলী এখন অনাগামী মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু সপ্তবর্ষ শোণিত কুণ্ডে বাস করেছেন এবং প্রসূত হওয়ার সময় সপ্তাহকাল যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। অহো! প্রসূতি ও পুত্রের কতই না দুঃখ যন্ত্রণা হয়েছিল। না জানি কি কর্মের ফলে তাঁরা এরূপ কষ্ট ভোগ করেছিলেন।” এ সময়ে শাস্তা সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আলোচ্যমান বিষয় জানতে পেরে বললেন, “ভিক্ষুগণ, মহাপুণ্যবান সীবলী নিজ কর্মফলেই সপ্তবর্ষ মাতৃকুক্ষিতে বাস করেছিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সপ্তাহকাল কঠোর যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। সুপ্রবাসাও নিজ কর্মফলে সপ্তবর্ষব্যাপী গর্ভধারণ ক্রেশ ও সপ্তাহব্যাপী প্রসব বেদনা ভোগ করেছিলেন।” অনন্তর তিনি সে অতীত বৃত্তান্ত আরম্ভ করলেন :

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তিতে তক্ষশিলায় সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। অনন্তর পিতার মৃত্যুর পর তিনি যথাধর্ম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হলেন।

এ সময়ে কোশলরাজ বিপুল সেনা বহর নিয়ে বারাণসী নগর আক্রমণ করতঃ বারাণসী নগর অধিকার করে নিলেন। তত্রতা রাজাকে নিহত করলেন এবং তাঁর অগ্রমহিষীকে নিজের অগ্রমহিষী করে নিলেন। বারাণসী রাজের পুত্র পিতার নিধনকালৈ এক নর্দমা দিয়ে পলায়ন পূর্বক প্রাণ রক্ষা করলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরে সেনা সংগ্রহ করে বারাণসীর পুরোভাগে শিবির সন্নিবেশিত করলেন এবং রাজাকে লিখে পাঠালেন “রাজ্য ছেড়ে দাও, নয় যুদ্ধ কর”।

রাজা উত্তরে লিখলেন “যুদ্ধ করব”। রাজকুমারের গর্ভধারিণী এ কথা শুনে পুত্রকে লিখে পাঠালেন, “যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, বারাণসী বেষ্টনপূর্বক অবরোধ

কর, সর্বদিকে সঙ্করণ পথ রুদ্ধ কর, তাতে ইন্ধন, খাদ্য পানীয়ের অভাবে নগরবাসীরা, ক্লিষ্ট হবে, তুমি বিনা রক্তপাতে নগর অধিকার করতে পারবে”। জননীর পরামর্শমত রাজকুমার বারাণসী নগর অবরুদ্ধ করে রাখলেন কিন্তু দেখা গেল নগরের গুপ্তপথে খাদ্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনয়ন করতঃ প্রজাগণের চাহিদা মিটাতে লাগল। অতঃপর জননী রাজকুমারকে পুনরায় গোপনে চিঠি লিখলেন “সমস্ত গুপ্তপথ বন্ধ কর”। জননীর নির্দেশ অনুযায়ী এক সপ্তাহ আগমন নির্গম পথ অবরুদ্ধ\* করলেন। নগরবাসীরা অভাব অনটনে ও রোগে যন্ত্রণা ভোগ করতঃ ক্ষিপ্ত হয়ে রাজার মাথা কেটে তা রাজকুমারের নিকট প্রেরণ করল। তৎপর কুমার নগরে প্রবেশপূর্বক রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করলেন এবং জীবনান্তে যথা কর্মগতি প্রাপ্ত হলেন। নগর অবরোধ করার কর্মফলে সীবলী সপ্তবর্ষ মাতৃকুক্ষিতে ছিলেন এবং প্রসূত হওয়ার সময় সপ্তাহকাল কঠোর যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি পদমুত্তর বুদ্ধের পাদমূলে পতিত হয়ে “আমি যেন অর্হত্ব লাভ করি এবং লাভীশ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি” এ বর প্রার্থনা পূর্বক মহাদান দিয়েছিলেন এবং বিপদসী বুদ্ধের সময়েও নগরবাসীদের সহিত সহস্র মুদ্রামূল্যের গুড়, দধি ও মধু দান করতঃ ঐ বরই প্রার্থনা করেছিলেন।

সে পুণ্য প্রভাবে তিনি এখন অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন এবং লাভীশ্রেষ্ঠ পদ লাভ করেছেন। অপিচ, সুপ্রবাসা ও পত্নদ্বারা পুত্রকে নগর অবরোধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই সপ্তবর্ষ গর্ভ যন্ত্রণা এবং সপ্তাহকাল প্রসব বেদনা ভোগ করেছিলেন”

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ ভাব ধারণ পূর্বক এ গাথা উচ্চারণ করলেন,

অমধুর আসি মধুরের বেশে,  
অগ্নে সুখ, হায়, দুঃখ হয়ে শেষে  
প্রিয়মূর্তি করি অপ্রিয় গ্রহণ,  
অভিভূত করে প্রমত্ত যে জন।

\* প্রাক ঐতিহাসিক প্রাচীনযুগের সেই অবরোধ কর্মসূচীকে অনুসরণ করতঃ বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ব্যক্তিরাজ্যে লাগাচ্ছে।

অর্থাৎ যারা প্রমত্ত, দুঃখ কর, অমধুর ও অপ্রিয় বিষয়কে মনোহর মূর্তি মনে করে নিজেকে অভিভূত করে রাখে। পূর্বে অবরোধ ইত্যাদি মধুর প্রিয় ও সুখকর বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, কিন্তু কর্মের ফলে শেষে গর্ভযন্ত্রণাদি দুঃখ পেতে হয়েছিল।

সমবধান - তখন সীবলী ছিল সে নগর অবরোধক বালক- যে পরে রাজা হয়েছিল। সুপ্রবাসা ছিল জননী এবং আমি (বোধিসত্ত্ব) ছিলাম তার জনক।

-----

## বজ্জী রাজা-লিচ্ছবী জাতি

প্রাচীন কালে কাশীরাজার প্রধান রাজ্ঞী একটা মাংসপিণ্ড প্রসব করেছিলেন। মহারাণী অকীর্তি-ভয়ে তা পাত্রের মধ্যে রেখে গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়ে দিলেন। এক মুনি সে পাত্র পেয়ে নিজের আশ্রমে নিয়ে যান। সেখানে তা কিছুদিন থাকলে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একটা পরম সুন্দর কুমার ও একটা পরমা সুন্দরী কুমারীতে পরিণত হয়। তারা মাতৃস্তনের পরিবর্তে মূনির আঙ্গুলি চুষে ছিল এবং তা থেকে দুগ্ধ পেয়েছিল। কুমার ও কুমারীর আকৃতি অবিকল একরূপ ছিল। তাদের লীন ছবি হয়েছিল বলে তারা লিচ্ছবী নামে পরিচিত হয়। তারা কিছু বড় হলে আশ্রম সন্নিহিত জনপদবাসী ছেলে-মেয়েকে তারা প্রহার করত।

আর পাড়ার ছেলে মেয়েগণ কেঁদে কেঁদে বাড়ী গেলে তাদের মাতা পিতা জিজ্ঞাসা করতেন : কি হয়েছে? কেন তারা কাঁদছে? তখন পাড়ার ছেলে মেয়েরা বলতো, নির্মাতা (মা ছাড়া) ছেলে মেয়ে তাদের প্রহার করেছে। মূনির ভয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদের মাতা পিতাগণ কুমার-কুমারীকে কিছু বলতে অক্ষম হয়ে আপন আপন সন্তানকে বলেছিলেন : যে তোমরা তাদের সঙ্গে ক্রীড়া করো না। তাদের সান্নিধ্য বর্জন করে চলো। “এ কারণে মূনির ছেলেমেয়ের নাম হয় বজ্জী। কুমার কুমারী বয়োপ্রাপ্ত হয়ে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হলো এবং মূনির নির্দেশে জনপদবাসীরা উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করায় তাদের ১৬ জন পুত্র ও ১৬ জন কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। তাদেরও বহু সন্তান-সন্ততি হয়। মূনির নির্দেশ ছিল তাদের মেয়ে অন্য গোত্রকে বিয়ে না দেয়া এবং বাইরের কোন মেয়ে লিচ্ছবী গৃহে না আনা। কালে তারা যে নগরে বাস করতেন তা বিশাল আয়তন ধারণ করে। এহেতু তাদের রাজধানীর নাম হল বৈশালী। তারা পুরুষাণুক্রমে ভগবান বুদ্ধের সময় পর্যন্ত সাত পুরুষ রাজত্ব করেন। বজ্জীগণ সম্প্রীতি ভাবে শাসন কার্য নির্বাহ করতেন এবং সকলে রাজা নামে অভিহিত হতেন। তাঁদের শাসন প্রণালী কুলতন্ত্র ছিল। রাজকীয় ক্ষমতা ব্যক্তি বিশেষের হস্তে থাকতো না। পরবর্তীতে বজ্জীগণ অষ্টকূলে বিভক্ত ছিলেন। তীরভূমি, জনকপুর, বৈশালী, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে তাদের রাজধানী ছিল। তারা ভগবান দেশীত সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম যতদিন মেনে চলেছেন ততদিন তাঁদের অপরিহানি (ধ্বংস) হয় নাই। সব সময় সুদেবতা তাদের রক্ষা করতেন।

## সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম

মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ ধর্ম প্রচারার্থে বিভিন্ন দেশ, জনপদ, গ্রাম পরিভ্রমণ করতে করতে একদা বৈশালীর সারন্দদ চৈত্রে উপস্থিত হলেন। তখন বৃজিগণ সম্মিলিত হলে এই সপ্ত অপরিহানিয় ধর্মদেশনা করেছিলেন। বৃজিগণ বুদ্ধের প্রদত্ত উপদেশ গুলি যথাযথ প্রতিপালন করে নিজেদেরকে অজেয় এবং উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন।

একদা মগধ রাজা বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বৃজিগণকে পরাভূত করতে উদ্যত হয়ে মগধ মহমাত্য ব্রাহ্মণ সুনীধ বর্ষাকারকে ভগবৎ সকাশে পাঠালেন। সুনীধ বর্ষাকার ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হয়ে কুশলবার্তা বিনিময়ে এক পার্শ্বে উপবেশন করে মগধরাজ বৈদেহী পুত্র অজাতশত্রুর মনোভাব ভগবৎ সকাশে প্রকাশ করলেন। সেই সময় আয়ুশ্মান আনন্দ ভগবানের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ব্যঞ্জন করছিলেন। ভগবান আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন :

- ১। আনন্দ! তুমি কি শ্রবণ করেছ যে বৃজিগণ সর্বদা সন্নিপাত হয় (একত্রিত হওয়া)। তারা সন্নিপাত বহুল হয়। অর্থাৎ সর্বদা একত্রিত হয়, তাদের সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়।
- ২। যারা একতাবদ্ধভাবে সভা-সমিতিতে একত্রিত হয়, সভা শেষ হলে একত্রে চলে যায় এবং কোন প্রকার নতুন করণীয় উপস্থিত হলে সকলে মিলিতভাবে সম্পাদন করে, সর্বদা তাহাদের উন্নতি হয়ে থাকে। কোনদিন অবনতি হয় না।
- ৩। যারা সমাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নতুন কোন প্রকার দুর্নীতি চালু করে না, পূর্ব প্রচলিত সুনীতির উচ্ছেদ সাধনও করে না এবং প্রাচীন নীতিগুলি যথাযথভাবে পালন করে চলে, সর্বদা তাঁদের শ্রীবৃদ্ধিই হয়ে থাকে, পরিহানি হয় না।
- ৪। যারা বয়োবৃদ্ধদের সৎকার করে, তাঁদের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করে, সম্মান পূজা করে এবং তাঁদের আদেশ পালন করা উচিত বলে মনে করে, গার্হস্থ্য জীবনে সর্বদা তাঁদের উন্নতি হয়, পরিহানি হয় না।

- ৫। যারা অন্য কুলবধু ও কুলকুমারী দিগকে বল পূর্বক ধরে এনে স্বীয় গৃহে আবদ্ধ করে রাখে না বা তাদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করে না, গৃহী জীবনে সর্বদা তাদের শ্রীবৃদ্ধিই হয়ে থাকে, পরিহানি হয় না।
- ৬। যারা স্বগ্রামের বাইরে কিংবা অভ্যন্তরে পূর্ব পুরুষগণের নির্মিত যেসব চৈত্য রয়েছে সেগুলির যথাযথ সংস্কার সাধন করে, রীতিমত পূজা-সংস্কার করে এবং সেই চৈত্যগুলির উদ্দেশ্যে পূর্বপুরুষদের প্রদত্ত সম্পত্তি নিজেরা ভোগ করে না, মন্দিরের কাজেই ব্যয় করে থাকে, তাদের সর্বদা উন্নতি হয়ে থাকে, কখনও অবনতি হয় না।
- ৭। যারা অরহত ও শীলবান ভিক্ষুদিগকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (চতুর্প্রত্যয়) দান দিয়ে সেবা ও পূজা করে-তাদের সর্ববিধ সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয় দেশে যে সকল অরহত আগমন করেননি কি প্রকারে তাঁদিগকে আনয়ন করা যায় সে চিন্তা করে এবং স্বগ্রামে অবস্থানরত অরহৎ ও শীলবান ভিক্ষুগণ নিরাপদে সুখে অবস্থান করছেন কিনা সর্বদা সন্ধান নিয়ে থাকে, তাদের সর্বদা শ্রীবৃদ্ধিই হয়ে থাকে, কখনও পরিহানি হয় না।

## আনন্দ স্থবির

ইনি পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে পদমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরে শাস্তার বৈমাত্রেয় ভাতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল সুমন, পিতার নাম-রাজা আনন্দ। রাজা, সুমন কুমার বয়স্ক হলে হংসবতী নগর হতে ১২০ যোজন দূরে একখানি উপরাজ্য প্রদান করেন। সুমন তথায় থাকতেন, মধ্যে মধ্যে শাস্তার ও পিতার দর্শনার্থ হংসবতীতে আগমন করতেন। তখন রাজা স্বয়ং বুদ্ধ প্রমুখ লক্ষ পরিমাণ ভিক্ষুসংঘকে দানাদি দ্বারা সেবা করতেন। অন্য কাকেও সেবা করতে দিতেন না। সে সময় প্রত্যন্ত রাজ্যবাসীগণ রাজার বিদ্রোহী হলে সুমন কুমার রাজাকে না জানিয়ে স্বয়ং সে বিদ্রোহ দমন করলেন। রাজা পুত্রের এ কাজে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে ডাকলেন এবং বর গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন। কুমার বললেন, পিতঃ যদি আমাকে শাস্তা প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে তিন মাসের জন্য সেবা করতে দেন, ইহাতে আমার জীবন সার্থক হবে। রাজা বললেন : ‘এ বর দিতে পারব না, অন্য বর চাও’। দেব-ক্ষত্রিয়গণের দুই বাক্য কখনো নাই, আমাকে এ বরই দিন। অন্য বরের প্রয়োজন নাই। তখন রাজা বললেন : শাস্তা যদি অনুজ্ঞা প্রদান করেন তবে আমিও তোমাকে বর প্রদান করলাম। অতঃপর সুমন কুমার শাস্তার নিকটে চলে গেলেন। সে সময় শাস্তা আহারাভ্যন্তে গন্ধকুটীরে প্রবেশ করেছেন সুমন ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন আমি বুদ্ধকে দর্শন করতে ইচ্ছা করি। তখন শাস্তার সেবক ছিলেন সুমন স্থবির। ভিক্ষুরা বললেন, তাঁর নিকট যাও, কুমার স্থবিরের নিকট গিয়ে তার অভিপ্রায় জানালেন। স্থবির কুমার দেখে মত পৃথিবীতে নিমগ্ন হয়ে শাস্তার নিকটে গমনপূর্বক রাজকুমারের আগমন বার্তা জানালেন। শাস্তা বাহিরে উপবেশন করাতে আদেশ দিলেন। স্থবির পুনরায় মাটি ভেদ করে কুমারের সম্মুখে এলেন এবং গন্ধ কুটীরের পরিবেশে আসন পেতে দিলেন। কুমার স্থবিরের ঋদ্ধি দর্শনে আশ্চর্য হলেন, ভাবলেন ‘এ স্থবির মহৎ গুণ সম্পন্ন’ ভগবান এসে আসনে উপবেশন করলেন, কুমার ভগবানকে বন্দনা পূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন : ‘ভগ্নে এ ভিক্ষু আপনার শাসনে প্রধান কি? হ্যাঁ কুমার



প্রধান ।’ কি প্রকারে প্রধান হওয়া যায়?’ দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে । একথা শুনে কুমার সাত দিন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে দান দিয়ে সুমন স্থবিরের ন্যায় প্রধান হওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন এবং তিন মাস বর্ষাবাসের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ফাং করলেন । শাস্তা তার নিমন্ত্রণ রক্ষায় সুফল হবে দেখে বললেন, কুমার তথাগতগণ শূন্যাগারে অবস্থান করেন ।

কুমার বললেন, ভগবান আমি আপনার বাক্য জ্ঞাত হয়েছি । আমি আপনার পূর্বে গিয়ে বিহারাদি নির্মাণ করব । আমার সংবাদ পেলে আপনারা আসবেন । তৎপর পিতাকে এ সুসংবাদ দান করতঃ শোভাযাত্রার আয়োজন করলেন । প্রতি যোজনে শাস্তার বিশ্রাম স্থান ও দানশালা নির্মাণ করিয়ে স্বস্থানে চলে গেলেন, সেখানে লক্ষ টাকা ব্যয়ে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতঃ পিতাকে সংবাদ দিলেন- শাস্তা প্রমুখ লক্ষ ভিক্ষু সংঘকে যেন পাঠিয়ে দেন । রাজা এ সংবাদ বুদ্ধের চরণে জ্ঞাপন করলেন । শাস্তা সশিষ্য যাত্রা করলেন ।

সুমন কুমার ও যোজন প্রমাণ রাস্তা অগ্রসর হয়ে গন্ধমাল্য দ্বারা ভগবানকে পূজা করলেন এবং বিহারে আনয়ন করে মহাদানের প্রবর্তন করলেন । তিনি স্বয়ং সুমন স্থবিরের সঙ্গে তিনমাস বুদ্ধের সেবা করে বর্ষাসন্নে সাতদিন মহাদান দিয়ে ভাবী বুদ্ধের সেবক হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন ।

তৎপর কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে এক ভিক্ষুকে ভোজন দান করেন ও মঙ্গল উদ্যানে আটখানি পর্ণশালা এবং বসার আসন দান দিয়ে দশ বছর সেবা করেন । দেহান্তে গৌতম বোধিসত্ত্বের সাথে তুষিত স্বর্গে বাস করেন । দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে অমৃতোদনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর জন্মক্ষণে জ্ঞাতিবর্গের অন্তরে আনন্দ উৎপন্ন হয়েছিল বলে তার নাম রাখলেন আনন্দ । তিনি ছিলেন সিদ্ধার্থ কুমারের পিতৃব্য পুত্র ।

সিদ্ধার্থ কুমার ও আনন্দ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন । অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভদ্রিক, ভৃগু, কিম্বিল ও দেবদত্ত এ ছয়জন রাজপুত্র এবং নাপিত উপালি একসঙ্গে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন । আয়ুত্মান পুন্নমন্তানী পুত্রের নিকট ধর্মশ্রবণ করতঃ শ্রোতাপন্ন হন ।

ভগবানের বুদ্ধত্ব লাভের বিশ বছর পর্যন্ত তাঁর নির্দিষ্ট সেবক কেউই ছিলেন

না। নাগসমাল, নাগিত, উপবান, সুনক্ষত্র, চন্দ সাগত ও মেঘিয় প্রভৃতি ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সেবা করতেন বটে, কিন্তু তাঁর মনোমত হতো না। একদা ভগবান ভিক্ষুদিগকে বললেন : আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এখন আমার স্থায়ী একজন সেবকের প্রয়োজন। সারিপুত্র, মোগগলান প্রভৃতি স্থবিরগণ বুদ্ধের সেবক হওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ কাউকেও অনুমতি দিলেন না। ভিক্ষুরা আনন্দকে প্রার্থনা করতে বললেন। আনন্দ বললেন, “বুদ্ধ কি আমাকে দেখছেন না, আমি যাচ্ছা করে কেন সেবকের ভার গ্রহণ করব।’

তখন ভগবান বললেন, ‘ভিক্ষুগণ, তোমরা আনন্দকে উৎসাহিত করোনা সে নিজে বুঝে আমার সেবা করবে।’

আনন্দ বললেন, ‘যদি ভগবান স্বীয় লব্ধ চীবর আমাকে না দেন, স্বীয় লব্ধ পিণ্ড না দেন, গন্ধকুটীতে থাকতে না দেন, নিমন্ত্রণে সঙ্গে নিয়ে না যান, তা হলে আমি সেবা করব। যদি ভগবান আমার গৃহীত নিমন্ত্রণে গমন করেন, কোন দেশবাসী বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে যদি আমি যখন তখন বুদ্ধকে দেখতে বা সাক্ষাৎদান করতে পারি, যখন আমার কোন বিষয়ে সন্দেহ হবে, তখন যদি বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হতে পারি ও আমার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ যা ধর্মোপদেশ দেবেন, তা যদি আমাকে এসে বলেন তাহলে আমি বুদ্ধের সেবা করতে পারি।

বুদ্ধের নিকট এ আটটি বর নিয়ে আনন্দ বুদ্ধের চিরসেবক নিযুক্ত হলেন। তিনি বুদ্ধের সেবক হওয়ার জন্য লক্ষ কল্প পারমীপূর্ণ করে আসছেন। আজ সেই ফল প্রাপ্ত হলেন।

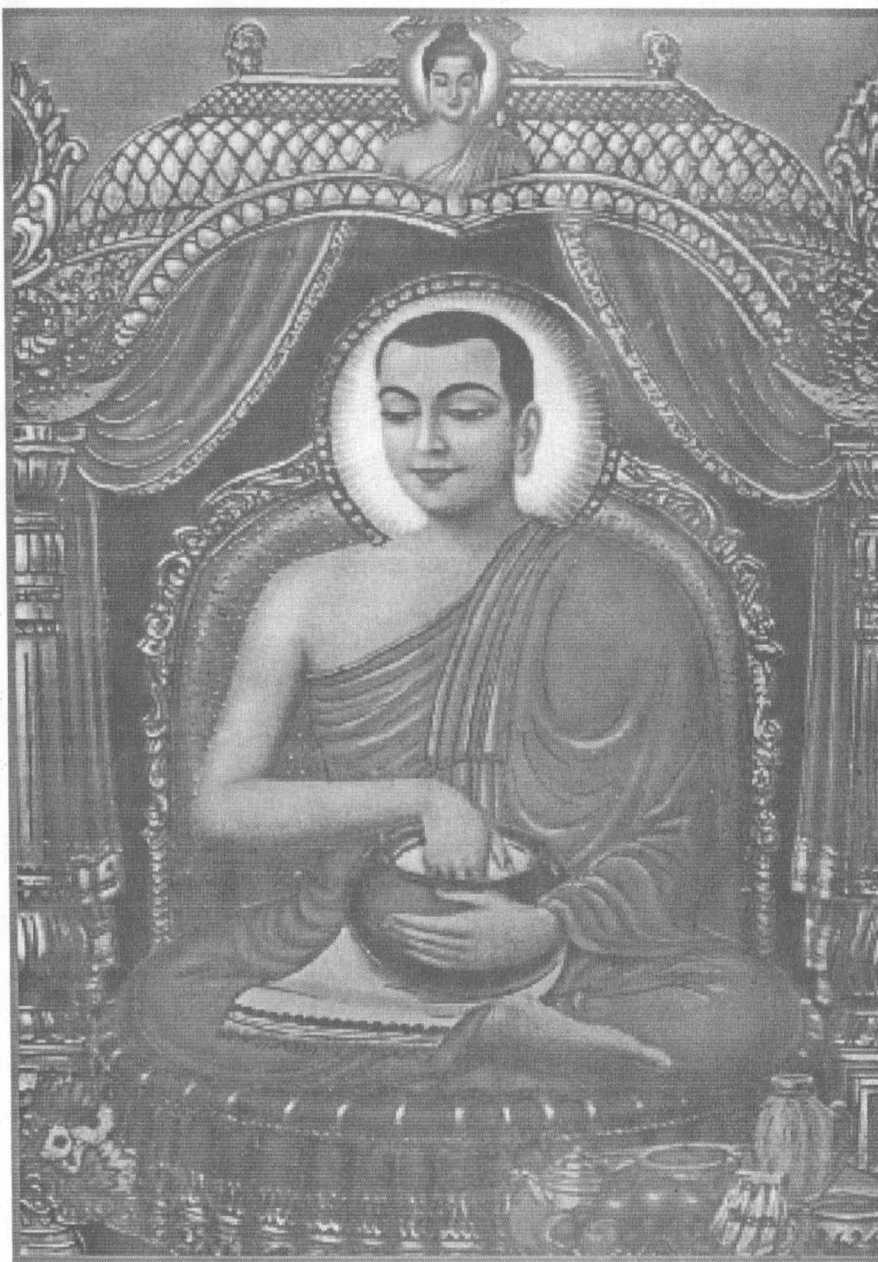
তিনি বুদ্ধের ধর্মভান্ডারিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বুদ্ধের সেবক পদ প্রাপ্ত হয়ে তিনি নিত্য দু প্রকার জল ও তিন প্রকার দস্ত ধাবন দিতেন। পদ ধৌত করে দিতেন, পৃষ্ঠ পরিকর্ম করতেন, গন্ধকুটী সর্মাঙ্গন করতেন, কোন সময় কোন দ্রব্য শাস্তার প্রয়োজন হবে ভেবে সমস্ত বন্দোবস্ত করে রাখতেন। দিবসে নিকটে অবস্থান করতেন, রাত্রে গন্ধ কুটীরের চারদিকে দণ্ড প্রদীপ হস্তে নয়বার পরিভ্রমণ করতেন। কারণ ভগবান যখন ডাকবেন তখন যেন উপস্থিত হতে পারেন। যাতে আলস্য না আসে, তাই ভেবে পরিভ্রমণ

করতেন। ভগবান প্রথমে নারী জাতিকে প্রব্রজ্যা দেন নাই, মহারাজ শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী প্রভৃতি শাক্য নারীগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভগবান তাতে সম্মতি না দিয়ে বৈশালীতে চলে আসেন। তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমী প্রভৃতি পঞ্চশত শাক্য নারী ব্রহ্মচারীগণী বেশে পদব্রজে বৈশালীতে উপস্থিত হন। অনন্তর আয়ুজ্ঞান আনন্দ স্থবিরের সনির্বন্ধ প্রার্থনায় ভগবান নারীদিগকে অনুমতি দিয়ে ভিক্ষুণী পরিষদ গঠন করান। তাঁর অনেক গুণ, পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির শংকায় আর এগোন গেল না। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে প্রথম সঙ্গীতির পূর্বদিন দেবতা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে কর্মস্থান ভাবনায় রত হন। স্থবির সারা রাত্রি চংক্রমণে বিদর্শন ভাবনা করতঃ যখন ক্লান্ত শরীরে শোবার চেষ্টা করছেন এমনি ক্ষণে পদদ্বয় ভূমি হতে মুক্ত হয়েছে বালিশে মস্তক স্থাপিত হয়নি, এ সময়ের মধ্যেই ষড়্ভিজ্ঞ হলেন। ষড়্ভিজ্ঞ হয়ে মাটি ভেদ করে সঙ্গীতি মন্ডপে প্রবেশ পূর্বক ভিক্ষুদিগকে সম্মান জানালেন এবং এবম্মে সুতং উল্লেখ করে সূত্রাদি আরম্ভ করেন।

-----

## সহায়ক পুস্তকের তালিকা :

- (১) পুষ্পাঞ্জলি - শ্রীমৎ অমৃতানন্দ মহাথের
- (২) থের গাথা - শ্রীমৎ প্রজ্জালোক স্থবির
- (৩) সীবলী ব্রতকথা - শ্রীমৎ বিশুদ্ধাচার স্থবির
- (৪) জাতক - ঈশান চন্দ্র ঘোষ
- (৫) বুদ্ধ বংশো - শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির
- (৬) ত্রিপিটক পরিচিতি - সুদর্শন বড়ুয়া
- (৭) উদান - শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির
- (৮) সদ্ধর্ম রত্ন চৈত্য - শ্রীমৎ জিনবংশ মহাথের
- (৯) জগজ্জ্যোতি - সম্পাদক : হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী
- (১০) সদ্ধর্ম দীপিকা - শ্রীমৎ বিমলানন্দ স্থবির
- (১১) মহাপরিনিব্বান সুত্তং - শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির



লাভীশ্রেষ্ঠ অর্হৎ সীবলী মহাস্ববির



## লেখক পরিচিতি

**জন্ম ও পারিবারিক বিবরণ :** বাবু সুনীল কান্তি বড়ুয়া, পিতা প্রয়াত নিশিচন্দ্র বড়ুয়া, মাতা প্রয়াত বেলপতি বড়ুয়া, ১৫ই এপ্রিল ১৯৩৪ ইংরেজি, ২রা বৈশাখ ১৩৪১ বাংলা রবিবার চট্টগ্রামস্থ রাউজান থানার অন্তর্গত পশ্চিম গুজরা কাবরদীঘির পাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে ৫/বি মালঞ্চ ভবন, ৫৬ মোমিন রোড, চট্টগ্রামে বসবাস করছেন। আবুরখীল উত্তর ঢাকাখালীস্থ স্বনামধন্য প্রয়াত যোগেন্দ্র লাল মুৎসুদীর জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রী রূপালী রানী বড়ুয়ার সহিত ১৯৬৪ বৈশাখ মাসের ২৫ তারিখ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর চার কন্যা ভক্তি রেখা বড়ুয়া, দীপ্তি রেখা বড়ুয়া, তৃপ্তি রেখা বড়ুয়া ও শিল্পী রেখা বড়ুয়া সবাই শিক্ষিত এবং বৌদ্ধ সমাজের খ্যাতনামা পরিবারে প্রতিষ্ঠিত স্বামীর সহিত বিবাহিত জীবন যাপন করছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান দিব্যাজ্যোতি বড়ুয়া (বাবু) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিবিএ অনার্স সহ এম, বি, এ পাশ করে অস্ট্রেলিয়াস্থ সিডনিতে Central Queensland University Human Resource Management মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নরত এবং কনিষ্ঠ পুত্র জগজ্যোতি বড়ুয়া (মিল্টন) চট্টগ্রাম কলেজ ইংরেজী সম্মান ৩য় বর্ষে অধ্যয়নরত আছেন। সুনীল বাবুর বড় ভাই শ্রীযুক্ত বাবু সাধন চন্দ্র বড়ুয়া একজন নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী।

**কর্ম জীবন :** তিনি থানা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী অফিসার (২য় শ্রেণী গেজেটেড) পদে সফলভাবে চাকুরী করার পর বর্তমানে বয়সজনিত অবসর জীবন যাপন করছেন। তিনি কর্মজীবনে দেশের বিভিন্ন জেলায় চাকুরী করার সময় পেশাগত দক্ষতা অর্জন করেছেন। উপজেলার শ্রেষ্ঠ কর্মচারীরূপে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। চাকুরী জীবনে বৃহত্তর চট্টগ্রাম থানা পঃ পঃ সহকারী কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তিনি চাকুরীকালীন সময়ে যখন যেখানে পদাধীনে পড়েছিলেন তথায় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন।

**সবামূলক কাজ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা :** তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী। তিনি কাবরদীঘির পাড় জেতবন বিহার পরিচালনা পরিষদের সভাপতিরূপে বিহার ভবন প্রতিষ্ঠায় গ্রামবাসীর সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিহার রূপায়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বর্তমানে সীমানা দেয়াল পরিবেষ্টিত বিহারে সুরম্য মিলনায়তন ও সুন্দর ভিক্ষু সীমাগৃহ শোভা পাচ্ছে এ বিহারে প্রতিষ্ঠিত অনুপম বুদ্ধমূর্তি ও বোধিবৃক্ষটি দর্শনে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিবর্গের মন আকর্ষণ করছে। এ ঐতিহ্যবাহী বিহারের উৎসর্গ কাজ ১৭ই আগস্ট ২০০১ ইংরেজি ২৭তম সংঘনায়ক সৌগত ধর্মপাল মহাথেরর পরিচালনায় সুসম্পন্ন হয়। তিনি স্থানীয় বিশুদ্ধানন্দ পালি কলেজের সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের আজীবন সদস্য। প্রচার সংঘ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সদস্য, চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপদেষ্টা, নব পণ্ডিত বিহার ২০০৬ সালের কঠিন চীবর দান উদযাপনী কমিটির সভাপতি, তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার স্বামী বাবু অভয় কুমার বড়ুয়া (রানা)র আর্থিক অনুদানে বাবু সুনীল কান্তি বড়ুয়ার ঐকান্তিক সহযোগিতায় নব পণ্ডিত বিহারের পবিত্র ভূমি সরকারী রেজিস্ট্রেশন লাভ করে।

অতীতপূর্বে তিনি কাবরদীঘির পাড় জনকল্যাণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, অগ্রসার স্মৃতি সমিতির সদস্য, অগ্রসার বৈদ্যনাথালয় এবং অগ্রসার পালি কলেজের সদস্য, নব পণ্ডিত বিহার পরিচালনা কমিটির সদস্য, জাপান বাংলাদেশ সংস্কৃতি বিনিময় কেন্দ্রের সদস্য, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ চট্টগ্রাম অঞ্চলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, অগ্রসার বালিকা মহাবিদ্যালয়ে পরিচালনা পরিষদের (১৯৮৮-৯১) সদস্য এবং গুজরা শ্যামাচরণ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের (৯১-৯৪) সদস্য। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে ভারতের ভুবনেশ্বরে জাপান বুদ্ধ সংঘ আয়োজিত বিশ্বশান্তি প্যাগোডা উদ্বোধনী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং দুই বার বিভিন্ন তীর্থ স্থানে পরিভ্রমণ করেন। তিনি ২৮ অক্টোবর ২০০৪ ইং -তে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের আজীবন সদস্যের স্বীকৃতিস্বরূপ অভিজ্ঞান পত্র লাভ করেন। তিনি বি, এ, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং পাশায়া সূত্র বিশারদ উপাধি লাভ করেন। তিনি সারা জীবন সমাজ হিতৈষী রূপে সমাজের সেবা করে চলেছেন। অন্যদিকে ধর্ম চিন্তনায় উদ্বুদ্ধ থেকে প্রতিষ্ঠালব্ধ সফল ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছেন।

**বিশেষ পরিচিতি :** তিনি বিশ্ববরেণ্য বৌদ্ধ মনীষা বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, শ্রী সদ্ধর্মভাণ্ডার হাংসংঘনায়ক শ্রীমং বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরর একজন পরম স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অগ্রসার বৌদ্ধ অনাথালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, মাদারিাজ সুগতানন্দ মহাথেরর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে ১৯৬০ হতে ১৯৬৫ পর্যন্ত সমাজকল্যাণ মূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা করেছেন এবং তাই মাস্টার নামেও পরিচিতি।

## শিক্ষক দীপংকর বড়ুয়া

গ্রাম-কাবরদীঘির পাড় (নোয়াপাড়া)  
রাউজান, চট্টগ্রাম।